ভূমিকা

বাংলায় বৈষ্ণব-পদাবলীর জন্ম জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদাবলী থেকে। শুধু বাংলায় কেন, অন্যত্রও। তবে জয়দেবের পরে বাংলা দেশে লেখা কোন পদ বা পদাবলীর সন্ধান পনেরো শতকের শেষ দশ বছরের আগে নিশ্চিতভাবে মেলে না। কিন্তু তার পর থেকে পদাবলী-রচনায় একটুও ভাটার টান দেখা যায় নি আধুনিককালের সীমানা পর্যন্ত। আধুনিককালের রুচি বাংলা কাব্যে প্রকট হবার আগেই পদাবলীর দিন ফুরিয়ে এসেছিল। তবুও সে রচনারীতি নিঃশেষে চুকে যায় নি। উনিশ শতকের সত্তরের ঘরে কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাব-ভাষা-রীতি নিয়ে কিছু গান লিখেছিলেন। 'ভানুসিংহ' নামক এক কল্পিত পদকর্তার রচনা বলে কৌতুকচ্ছলে এগুলি তিনি প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। সেই থেকে এগুলি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে চলে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই পদাবলীতে সুর লাগিয়েছিলেন। সেই সুরের আসনে ভর করেই এই গানগুলি, কৃত্রিমতা অপূর্ণতা ত্রুটি সত্ত্বেও, কালজয়ী হয়েছে।

জয়দেব বলেছেন যে তিনি আহার-ঔষধ দুকাজ লক্ষ্য করেই গীতগোবিন্দ লিখেছিলেন। তাঁর সময়ে বোধহয় আহারের প্রয়োজনই বেশি ছিল। কিন্তু তাঁর পরে ঔষধ রূপে গীতগোবিন্দের চাহিদা বেড়েই চলেছিল। তবে আহারের দিকটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েনি চৈতন্যের আবির্ভাব ও প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত। জনশ্রুতিতে প্রকাশ, গীতগোবিন্দ লক্ষ্মণসেনের সভায় অভিনীত হত। সে কথা সত্য না হতে পারে। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে গীতগোবিন্দের অনুসরণে মিথিলায় ও বাংলায় যে পদাবলী রচিত হল চৌদ্দ-পনেরো শতকে তা রাজসভারই ছায়ামণ্ডপে। মিথিলার উমাপতি ও বিদ্যাপতি রাজসভার কবি। বাংলার "রাজপণ্ডিত" জ্ঞান, যশোরাজ-খান ও "বিদ্যাপতি"-কবিশেখর—এঁরাও তাই। রাজসভায় কৃষ্ণের গান বহুকালের রীতি।

বাংলায় বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা দুরকম। একটি খাঁটি বাংলা, দ্বিতীয়টি একটি মিশ্র ভাষা যার ঠাট মিথিলার প্রাচীন কবিদের রচনার মত। এটিকে

নাম দেওয়া হয়েছে ব্রজবুলি। ব্রজবুলির ভিত্তি অর্বাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠের ভূমিগর্ভে, সৌধ প্রাচীন মৈথিলের পাথরে এবং চিত্রণ মধ্যকালীন বাংলার রঙে। অবহট্‌ঠে লেখা লুপ্ত প্রাচীন পদাবলীর অনুকরণে জয়দেব তাঁর গানগুলি লিখেছিলেন, এবং তাঁর গীতগোবিন্দের এই গানগুলি শুধু মিথিলায়, বাংলায়, এবং আসামে নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্র—গুজরাটে, পঞ্জাবে ও রাজস্থানে বৈষ্ণব তথা আধ্যাত্মিক পদাবলীর পথ খুলে দিয়েছিল। পরবর্তী কালে বাংলা দেশে এবং অন্যত্র জয়দেবের ধরণে সংস্কৃতে পদাবলী কিছু কিছু লেখা হয়েছিল। বাংলা দেশে রূপগোস্বামীর গীতাবলী এধরণের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন লেখক বৈচিত্র্যের খাতিরে বাংলা এবং সংস্কৃত (প্রায়ই ভাঙা সংস্কৃত) মিশিয়ে পদাবলী রচনা করেছিলেন।

বৈষ্ণব-পদাবলী গোড়া থেকেই গান, কিন্তু এর গঠন গানের মত ছোট ও শিথিল নয়, নাতিসংক্ষিপ্ত ও নিটোল। ভাব সংহত ও প্রগাঢ় অথচ স্বসম্পূর্ণ, সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার মত। (সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার সঙ্গে পদাবলীর যোগ কিছু ছিল।) ছন্দ সুষম। সাধারণত দ্বিতীয় পদ ধুয়া, এবং প্রায়ই এই পদের প্রথম ছত্র ন্যূনাক্ষর। কবির স্বাক্ষর থাকে শেষ পদে। বাংলায় এই কবি-স্বাক্ষরকে বলে "ভণিতা"। কথাটি সৃষ্ট হয়েছে জয়দেবের গানে "ভণতি" বা "ভণয়তি" থেকে। সর্বত্রই যে কবি নাম-সই করেছেন তা নয়। কেউ কেউ গুরুর নাম দিয়েছেন দৈন্যখ্যাপনের অথবা ভক্তিনিবেদনের উদ্দেশ্যে। রূপগোস্বামী তাঁর পদাবলীতে সর্বদা অগ্রজ ও গুরু সনাতনগোস্বামীর নাম নিয়েছেন। ভণিতাহীন পদাবলীও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু এমন পদাবলীর অধিকাংশ আমাদের কাছে খণ্ডিত-আকারে এসেছে। পদাবলী-গায়কেরা প্রয়োজন-মত ভণিতা বর্জন করে গাইতেন। এই কারণে এঁদের পুঁথিতে অনেক পদ ভণিতাহীন আকারে মিলেছে। বৈষ্ণব-পদাবলী গান, তাই সর্বদা সুরের নির্দেশ আছে এবং কখনো কখনো তালেরও। জয়দেবের সময়েই যে বাংলা পদাবলীর রূপ সুনির্দিষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ পাই চর্যাগীতি নামক অধ্যাত্মগানগুলিতে। তবে কৃষ্ণলীলার কোন ইঙ্গিত চর্যাগীতিতে পাওয়া যায় নি। সুতরাং বৈষ্ণব-পদাবলীর আদি কবির সম্মান জয়দেবেরই প্রাপ্য।

জনগোষ্ঠীতে কৃষ্ণের কংসবধের মত বীরলীলার শ্রব্য ও দৃশ্যরূপের প্রয়োগ অনেক দিনের। মহাভাষ্যে পতঞ্জলির উল্লেখ অনুসারে জানা যায়

যে ছউ-নাচের মত অভিনয়ে এবং/অথবা কথকতার মত বাচনে, কৃষ্ণের কংসবধ বিষ্ণুর বলি-ছলনের মতই জনপ্রিয় ছিল। কৃষ্ণের শিশুশৌর্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় গোবর্ধন-ধারণে। মূর্তিশিল্পে এই কাহিনীর জনপ্রিয়তার পরিচয় গুপ্তযুগের আগে থেকে মিলছে। তারপরে পুতনাবধের মত অদ্ভুত কাহিনীও শিল্পে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রধানতম বিষয় যে কৃষ্ণের ব্রজ-প্রেমলীলা তার ইঙ্গিত অথবা প্রকাশ সাহিত্যে ও শিল্পে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর আগে পাই না, যদিও এ কাহিনী যে অনেক আগে থেকে লোকসাহিত্যে অজ্ঞাত ছিল না তার প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণের ব্রজ-প্রেমলীলা লোকসাহিত্য থেকেই নেওয়া। বিষ্ণুর রাখালগিরির ইঙ্গিত ঋগ্‌বেদে আছে। তাঁর প্রিয়ার উল্লেখও আছে সেখানে। তবুও স্বীকার করতে হবে যে গোপী-কৃষ্ণ লীলার বা রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কোন স্বীকৃতি পুরানো (অর্থাৎ গুপ্তযুগের আগেকার) সাহিত্যে নেই। লৌকিক ব্যবহারে, গানে ও ছড়ায়, উদ্দাম প্রেমের বিষয় রূপে রাধা-কৃষ্ণ নাম দুটি সাধারণ নায়কনায়িকার প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছিল। ('রাধা' নামটির সাধারণ অর্থ ছিল প্রেয়সী। আর কৃষ্ণ নাম নিলে অননুমোদিত প্রেমের অবৈধতা কেটে যায়।) কালিদাস নিশ্চয়ই ব্রজপ্রেমলীলার লৌকিক ঐতিহ্য অবগত ছিলেন, নইলে রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে অমনভাবে বৃন্দাবনের ও গোবর্ধনের নাম করতেন না। তাঁর মেঘদূতে বর্হাপীড় কিশোর বিষ্ণুর উল্লেখ আছে।

(রতিবিলাসকলা স্তর থেকে রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নয়ন ধীরে ধীরে ঘটেছে। সে প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল চৈতন্যের প্রকাশে। শুধু যে সম্পূর্ণ হল তাই নয়, রাধার মহিমা কৃষ্ণের মহিমাকেও ছাড়িয়ে গেল। চৈতন্যকে পেয়ে, তাঁর শেষ আঠারো বছরের কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ—"ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ"—দেখে শুনে তবেই ভাবুক কবি বুঝতে পারলেন রাধার বিরহ কি বস্তু। বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধা সেই প্রধান স্থান অধিকার করলেন আগে যেখানে ছিল অনির্দিষ্ট কোন নায়িকা বা গোপী অথবা নামমাত্রিকা রাধা কিংবা তৎস্থানবর্তী কবি-সাধকের হৃদয়।)

চৈতন্যের প্রকাশের আগে কৃষ্ণ-উপাসনা ছিল প্রধানত বালগোপালের ভাবনার পথে। চৈতন্যের পরমগুরু মাধবেন্দ্র-পুরী বালগোপালের উপাসক ছিলেন, যদিও উপাস্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মধুর ভাবের। মাধবেন্দ্র ব্রজমণ্ডলে

(গোবর্ধনে) সর্বপ্রথম বালগোপালের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিগ্রহ এখন রাজপুতনায় নাথদ্বারায় পূজিত হচ্ছেন। মাধবেন্দ্র-পুরীর প্রধান শিষ্য ঈশ্বর-পুরী চৈতন্যকে গয়ায় (সম্ভবত বরাবরে) দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। এই থেকে চৈতন্যের অধ্যাত্মজীবনযাত্রারম্ভ।

বালগোপালের উপাসনার চলন থাকলেও বৈষ্ণব-পদাবলীতে গোড়ায় বাৎসল্য-রসের সঞ্চার ঘটে নি। তার কারণ বালগোপাল মূর্তিকে উপাসকেরা পূজা করতেন ভক্তের দৃষ্টিতে এবং মনন করতেন প্রাণপ্রিয়-ভাবনায়। মাধবেন্দ্র-পুরী যে শ্লোকটি বলতে বলতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন সেই শ্লোকের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রহস্যবীজ নিহিত, যে বীজ চৈতন্যের ধর্মরূপে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। শ্লোকটিতে যেন মাথুর-বিরহখিন্না রাধার মর্মবেদনার পুঞ্জীভূত প্রকাশ।

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

'ওগো দীনদয়াল প্রভু, ওগো মথুরার রাজা, কবে দেখা দেবে? তোমায় না দেখে কাতর হৃদয় যে টলোমলো। কি করি আমি।'

বৈষ্ণব-পদাবলীতে বাৎসল্য রসের প্রথম যোগান এল ষোল শতকের বিশ-তিরিশের ঘরে যখন চৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর দু-একজন কবি মহাপ্রভুর শিশু-জীবনের ছবি আঁকলেন। সখ্যরসের পদাবলী বাৎসল্য-পদাবলীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। তবে তাতে হৃদয়ের উত্তাপ নেই। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলায় গোড়া থেকেই ছিল অভিসারের আর বিরহের সুর। পুরানো (অবহট্‌ঠ) প্রকীর্ণ শ্লোকে কৃষ্ণ ও রাধার গাঢ় অনুরাগের এবং তাঁদের গোপন-মিলনের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। রাধা-বিরহ গানের উল্লেখ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর অনেক রচনায় আছে। নারদের সহযোগিতায় শিব রাধাবিরহ গাইছেন আর বিষ্ণুসমেত দেবসভা শুনছেন—একথা কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে আছে। রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি সম্পূর্ণভাবে সাধারণ নরনারীর প্রণয়গীতির ঊর্ধ্বে উঠে গেল চৈতন্যের প্রকাশে। জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবির পদাবলী-গান শুনতে চৈতন্য অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সেই জন্যে তাঁর ভক্তেরা

পদাবলীকে অনেকটা তাঁর রসে স্বাদন করতে পেরেছিলেন। চৈতন্যের প্রিয়-(ঈশ্বর) বিরহব্যাকুলতা তাঁদের কাছে রাধাবিরহকে জীবন্ত, জলন্ত করে তুলেছিল। এঁদের কেউ কেউ পদাবলী রচনা করেছিলেন, এবং তাঁদের রচনা প্রাণের স্পর্শে উষ্ণ। যাঁরা চৈতন্যের সহচর ছিলেন না অথচ তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন নি এমন কোন কোন কবিও জলন্ত বিশ্বাসের ও গাঢ় অনুভবের উদ্দীপনা পেয়েছিলেন। অপরের উদ্দীপনা এসেছিল চৈতন্যজীবনী থেকে।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমসম্পর্ক সমাজবিধি-বিগর্হিত। এইজন্যে জনসমাজে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর সমাদরে খানিকটা বিপদের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। এই বিপদ এড়াবার জন্যে এবং কথ্যভাষাশ্রিত লৌকিক কাহিনীকে সর্বভারতীয় জনসমাজের অধ্যাত্মসাধনায় গ্রহণীয় করবার জন্যে অগ্রণী হয়ে রূপগোস্বামী —যিনি গার্হস্থ্য জীবনে সুলতান হোসেন শাহার দবীর খাশ ছিলেন এবং সংসার ত্যাগ করে চৈতন্যের আদেশে ব্রজবাসী হন—সংস্কৃত শাস্ত্রের মঞ্জুষার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীকে তত্ত্ববস্তু রূপে ভরে দিলেন। এ গোস্বামী-শাস্ত্রে হল একাধারে আলঙ্কারিকের রসব্যাকরণ এবং ভক্তিপথিকের হরিলীলাস্মৃতি। রূপগোস্বামী ও তাঁর ব্রজবাসী সহযোগীদের দ্বারা গৌড়ীয় ধর্ম ভারতের সর্বজনগ্রাহ্য রূপ নিলে বটে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তার ফল খুব ভালো হল না। বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই রূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে লীলা বর্ণনা করতে লাগলেন। (যাঁরা করলেন না তাঁদের রচনা উপরের সমাজের গ্রাহ্য হল না। তাই তাঁদের রচনা ক্রমশ গ্রাম্যত্বের গর্তে নেমে গেল।) তাতে পদাবলীতে আগে যেটুকু স্বাধীন স্ফূর্তির অবকাশ ছিল তা নষ্ট হল। গতানুগতিকতার প্রশ্রয় চলল। এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে পদাবলীর দ্রুত অবক্রমণ শুরু হল। কিন্তু ইতিমধ্যে কীর্তন-গান সাধনার সোপানে উন্নীত হয়েছে সুতরাং পদাবলী-রচনায় উৎসাহের অভাব হল না। প্রার্থনা-পদাবলীতে রচয়িতার নিজস্বতা দেখাবার যৎকিঞ্চিৎ অবকাশ রয়ে গেল। নূতনত্ব দেখাবার প্রয়াস হল ছন্দচাতুর্যে আর শব্দবিন্যাসে। ষোল শতকের শেষদিকে নরোত্তম দাসের চেষ্টায় পদাবলী-কীর্তনের পরিচিত বৈঠকি রূপটির প্রতিষ্ঠা হল। মৃদঙ্গের বোলে আর সুরের কারচুপিতে কীর্তন-গান অপূর্ব রসধারা বইয়ে দিলে। এই ধারাই ঘুরে ফিরে বৈষ্ণব-পদাবলীকে সুদীর্ঘকাল ধরে সঞ্জীবিত রেখেছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর বিষয় তিনটি—কৃষ্ণলীলা, প্রার্থনা আর চৈতন্যলীলা। বৈষ্ণব গোস্বামীরা চৈতন্যকে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই কৃষ্ণের ও রাধার বিবিধ বিচেষ্টিত চৈতন্যের আচরণে দেখিয়ে বৈষ্ণব কবিরা পদ রচনা করেছিলেন। পদাবলী-কীর্তনে কৃষ্ণলীলা-কাহিনী—শিশুক্রীড়া, গোচারণ, অনুরাগ, অভিসার, জলকেলি, রাস, কুঞ্জমিলন, মান, বিরহ ইত্যাদি—ঘটনা ও রস অনুসারে পালা-বদ্ধ হয়ে গীত হত। প্রত্যেক পালার গান আরম্ভ করবার আগে সেই বিষয়-অনুযায়ী একটি চৈতন্যবন্দনা (ও নিত্যানন্দবন্দনা) গান গাইতে হত। এই গানের নাম গৌরচন্দ্রিকা। (গৃহবাসকালে চৈতন্যের এক নাম ছিল গৌর, গৌরাঙ্গ বা গৌরচন্দ্র।) পুরানো বৈষ্ণব-পদাবলী-সংকলন গ্রন্থে প্রত্যেক বিষয় ও রস পর্যায়ের পদাবলীর প্রারম্ভে একটি বা দুটি করে গৌরচন্দ্রিকা আছে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর বৃহত্তম সংগ্রহ পদকল্পতরুতে পদসংখ্যা তিন হাজারের কিছু বেশি। অপর সংগ্রহে আছে অথচ পদকল্পতরুতে নেই এমন পদের সংখ্যা দু হাজারের উপর। অপ্রকাশিত পুথিতে যে সব নতুন পদ আছে সেগুলির সংখ্যাও দু তিন হাজারের কম হবে না। একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে কত যে পদ তার সংখ্যা নেই। এর থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশে বৈষ্ণব-পদাবলীর অনুশীলন কতদিন ধরে এবং কত অনুরাগ ভরে চলেছিল।

এই ব্যাপক পদাবলী-অনুশীলন থেকে আরো কিছু প্রতিপন্ন হয়—প্রথমত বাঙালীর বৈষ্ণব-ভাবাশ্রয়, দ্বিতীয়ত কীর্তন-গীতানুরক্তি, তৃতীয়ত একরকমের সাহিত্যপ্রীতি। সেকালের ভাবুক হৃদয় বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে গীতিকবিতার রস পেয়েছিল। সত্য বটে বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্যে তত্ত্বকথা উপেক্ষণীয় নয়। তবে বৈষ্ণব-পদাবলীতে লৌকিক প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে জীব-ঈশ্বরের নিগূঢ় নিত্যসম্বন্ধ রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এ রূপকের জড় পৌছয় উপনিষদে যেখানে ব্রহ্মানন্দের আভাস দেওয়া হয়েছে এই বলে,

যথা স্ত্রিয়াসক্তো পুরুষো ন বাহ্যং ন চান্তরং কিঞ্চন বেদ।

উপনিষদের এই ইঙ্গিত বৈষ্ণব কবি-দার্শনিক স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে নিখিল জীবের কাম-চেষ্টার মধ্যে আনন্দচিন্ময়রসাত্মক আদিপুরুষ গোবিন্দেরই নিত্য প্রতিস্ফুরণ।

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃস্থ
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এই কথাটি মনে রাখলে বৈষ্ণব-পদাবলীর মর্মগ্রহণ সহজ হবে।

কিন্তু আজ আমাদের কাছে বৈষ্ণব-পদাবলীর আবেদন তত্ত্বকথা বলে ততটা নয় যতটা সাধারণ সাহিত্যরসবাহী গীতিকবিতা বলে। লোকে যদি কীর্তন-গানকে শুধু তত্ত্বকথার মধুর বাচন বলেই নিয়ে আসত তাহলে কি তা এতগুলি শতাব্দী পেরিয়ে আমাদের কাছে সাহিত্যসৌরভ নিয়ে পৌঁছতে পারত। পদাবলীর মধ্যে ভক্তসাধক কবি তাঁদের উত্তপ্ত হৃদয়াবেগ অবোধপূর্বভাবে সঞ্চালিত করতে পেরেছিলেন এবং সেভাবে তা সাধারণ শ্রোতার হৃদয়ও স্পর্শ করতে পেরেছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য্য সাধনা ও অদ্ভুত সিদ্ধি। বৈষ্ণব-পদাবলীর সর্বশেষ পথিক রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করি।

এ গীত-উৎসব-মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে।
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান—দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে—শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা

শ্রীসুকুমার সেন

সূচীপত্র

১ বাঁশীর তানে উন্মনা রাধা ॥ বড়ু চণ্ডীদাস ॥

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইল রান্ধন ॥১॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥২॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥৩॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন-আভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥৪॥

২ বিরহ-অনুতাপিনী রাধা ॥ বড়ু চণ্ডীদাস ॥

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী ॥ আল ॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী ॥ আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥ আল ॥১॥
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথা না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ ॥ ধ্রু ॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥২॥
দেব অসুর নরগণে।
বস হএ মনমথবাণে ॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে ॥৩॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গনে ॥
তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে ॥৪॥
না শুনিলোঁ কাহ্নাঞিঁর বোলে।
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে ॥
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥৫॥

৩ আসন্ন বর্ষায় প্রিয়প্রতীক্ষাব্যাকুলা রাধা ॥ বড়ু চণ্ডীদাস ॥

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥১॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল ॥ ধ্রু ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর ॥
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥২॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষে বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
অহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গটিল বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥৩॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥৪॥

৪ প্রতীক্ষারতা রাধা ॥ বড়ু চণ্ডীদাস ॥

মেঘ-আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥

চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥১॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে ॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত ॥২॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলিল মোরে নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥৩॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥৪॥

নব-অনুরাগিণী রাধা ॥ দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম-নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

৬ আত্ম-নিবেদিনী রাধা ॥ দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলুঁ দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলুঁ এ তিন ভুবনে
আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াইব কার কাছে॥
এ-কুলে ও-কুলে দু-কুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলুঁ
ও-দুটি কমল-পায়।

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলুঁ প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি হেরি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কয় পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

৭ প্রেমমুগ্ধা রাধা ॥ দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পীরিতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
বন্ধু তুমি মোরে যদি নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী-আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

৮ নব-অনুরাগী কৃষ্ণ ॥ বিদ্যাপতি ॥

যব গোধূলি-সময় বেলি
তব মন্দির-বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরী-রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি ॥
সে যে অলপ-বয়স বালা
জনু গাঁথনি পুহুপমালা
থোরি দরশনে আশ না পূরল বাঢ়ল মদন-জ্বালা ॥
কিবা গোরী-কলেবর লোণা
জনু কাজরে উজর সোনা
কেশরী জিনিয়া মাঝারি-খীন দুলহ লোচন-কোণা ॥
চারু ঈষত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-কোণে
চিরজীবী রহু পঞ্চ-গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভণে ॥

৯ মিলনধন্যা রাধা ॥ বিদ্যাপতি ॥

(আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দ্বা ॥)
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোরে অনুকূল হোয়ল
টুটল সকল সন্দেহা ॥

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয়-পবন বহু মন্দা॥
অবহন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা॥

১০ **প্রিয়সমাগমহৃষ্টা রাধা** ॥ বিদ্যাপতি ॥

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু॥
পাপ সুধাকর যো দুখ দেল।
পিয়াক দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচল ভরিয়া যদি মহানিধি পাওঁ।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাওঁ॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
নিধন পিয়ার না কৈলুঁ যতন।
এবে হাম জানলুঁ পিয়া বড় ধন॥
ভনএ বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
পিয়াসে মিলল যেন চাতক বারি॥

১১ **দূতী-সংবাদ** ॥ জ্ঞান ॥

প্রথম তোহর প্রেম-গৌরব
গৌরব বাঢ়লি গেলি।
অধিক আদরে লোভে লুবুধলি
চুকলি তে রতি-খেলি ॥
খেমহ এক অপ- রাধ মাধব
পলটি হেরহ তাহি।
তোহ বিন জঞো অমৃত পিবএ
তৈও ন জীবএ রাহি ॥
কালি পরশু ঈ মধুর যে ছলি
আজ সে ভেলি তীতি।
আনহু বোলব পুরুষ নির্দয়
[সহজে] তেজে পিরীতি ॥
বৈরিহু কে এক দোষ মরসিঅ
রাজপণ্ডিত জ্ঞান।
বারি-কমলা- কমল-রসিআ
ধন্যমাণিক জান ॥

১২ **প্রিয়দর্শনোৎকণ্ঠিতা রাধা** ॥ যশোরাজ খান ॥

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত
আরে সহজই গোর।
হিম-ধরাধর কনক-ভূধর
কোলে মিলল জোর ॥

মাধব তুয়া দরশন-কাজে।
আধ-পদচারি করত সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।
নীল-ধবল কমল-যুগলে
চাঁদ পূজল কাম॥
শ্রীযুত হুসন জগত-ভূষণ
সোই ইহ রস জান।
পঞ্চ-গৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর
ভণে যশোরাজ-খান॥

১৩ শুক্লাভিসারিণী রাধা ॥ রূপ গোস্বামী

স্বং কুচবল্লিত-মৌক্তিকমালা।
স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশিকর-জ্বালা॥
হরিমভিসর সুন্দরি সিতবেষা।
রাকা-রজনিরজনি গুরুরেষা॥ ধ্রু॥
পরিহিত-মাহিষদধিরুচি-সিচয়া।
বপুবর্পিত-ঘনচন্দননিচয়া॥
কর্ণকরম্বিত-কৈরবহাসা।
কলিত-সনাতন-সঙ্গবিলাসা॥

১৪ **অনন্ত প্রেম** ॥ কবি বল্লভ ॥

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু- রাগ বাখানিয়ে
অনুখন নৌতন হোয় ॥
(জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলু়ঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় জুড়ন নাহি গেলা ॥)
বচন-অমিয়ারস অনুখন শূনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি ॥
কত বিদগধজন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না পেখি।
কহ কবি-বল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মীলয়ে কোটি-মে একি ॥

১৫ **নির্ভয় প্রেম** ॥ মুরারি গুপ্ত ॥

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ন-পুতলী করি লইলোঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।

পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি-গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায় ॥

১৬ **দুঃসহ বিরহ** ॥ মুরারি গুপ্ত ॥

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।
শফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে ॥
বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল-ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয় ॥

যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদবন্ধু-ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহূরাতি ॥

১৭ কাতর প্রেম ॥ রামানন্দ রায় ॥

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
ন সো রমণ ন হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জনি ॥
এ সখি সো সব প্রেম-কহানী।
কানু-ঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥
ন খোঁজলুঁ দোতী ন খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পঁচবাণ ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দোতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥
বর্দ্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান।
রামানন্দ-রায় কবি ভাণ ॥

১৮ গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস ॥ গোবিন্দ ঘোষ ॥

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচান্দেরে ফিরাও ॥
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥

কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন-বিলাস॥
কান্দয়ে ভকতগণ বুক বিদারিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ-ঘোষ না যায় মিলিয়া॥

১৯ গৌরাঙ্গ-শৈশব ॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল-চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥
বাসুদেব-ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশু-রূপ দেখি হয় জগমন লোভা॥

২০ গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস ॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিলা নিশাভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দু-নয়নে
শুনিয়া উঠিলা শচী মাতা।

আউদড়-কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখে কথা ॥
ত্বরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥
শুনিয়া নদীয়া-লোকে কান্দে উচ্চস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে যায় দশজনে পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখ্যাছ যাইতে কোথা ॥
সে বলে দেখ্যাছি পথে কেহো তা নাহিক সাথে
কাঞ্চননগর পথে ধায়।
কহে বাসু-ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
পাছে জানি মস্তক মুড়ায় ॥

২১ গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস ॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

গোরা-গুণে প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ-গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া।
গোরা-বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া ॥
বাসুদেব-ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া।
ঝুরয়ে নদীয়া-লোক গোরা না হেরিয়া ॥

২২ গোষ্ঠপ্রেরণোৎকণ্ঠিতা যশোদা ॥ বাসুদেব ঘোষ ॥

দণ্ডে শতবার খায় যাহা দেখে তাহা চায়
ছানা দধি এ ক্ষীর নবনী।
রাখিহ আপন কাছে ভোকছানি লাগে পাছে
আমার সোনার যাদুমণি ॥
শুন বাপু হলধর এক নিবেদন মোর
এই গোপাল মায়ের পরাণ।
যাইতে তোমার সনে সাধ করিয়াছে মনে
আপনি হইয় সাবধান ॥
দামালিয়া যাদু মোর না জানে আপন-পর
ভালমন্দ নাহিক গেয়ান।
দারুণ কংসের চর তারা ফিরে নিরন্তর
আপনি হইয় সাবধান ॥
বাম করে হলধর দক্ষিণ করে গিরিধর
শুন বলাই নিবেদন-বাণী।
বাসুদেব-দাস বলে তিতিল নয়নজলে
মূরছিয়া পড়িল ধরণী ॥

২৩ প্রথম দর্শন ॥ রামানন্দ বসু ॥

হেদে লো পরাণ-সই মরম তোমারে কই
সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে।
নন্দের নন্দন কানু করে লৈয়া মোহন বেণু
দাঁড়ায়্যা রয়্যাছে তরু-মূলে ॥

না চাহিলাম তরু-মূলে ভরমে নামিলাম জলে
ভরি জল কলসী হিলায়্যা।
শ্রবণে দংশিল বাঁশী অন্তরে রহিল পশি
মর্য্যাছিলাম মন মুরছিয়া॥
একই নগরে থাকি তারে কভু নাহি দেখি
সে কভু না দেখয়ে আমারে।
হাম কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন সখী কহি দিল তারে॥
একই নগরে ঘর দেখা-শুনা আট পহর
তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি।
বসু-রামানন্দের বাণী শুন ওগো বিনোদিনি
গুপতে গুমরি মরি মরি॥

২৪ গাঢ়-অনুরাগিণী রাধা ॥ নরহরি দাস ॥

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি খেনে কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া নারি পাসরিতে
কি দিয়া শুধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥

আমার অঙ্গের পরশ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায়॥
লাখ লাখ মিলি তারে রাতি দিন
যে পদ সেবিতে চায়।
কহে নরহরি আহির-নাগরী
পিরীতে বাঁধল তায়॥

২৫ প্রগাঢ় প্রেম ॥ নরহরি দাস ॥

কি না হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥
যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কানুপ্রেম-শেল॥
নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে।
শ্যাম-অনুরাগে চিত নিষেধ না মানে॥
আগমে পিরীতি মোর নিগমে অসার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িনু পাথার॥

২৬ অনুরাগনিপীড়িতা রাধা ॥ কানাই খুটিয়া ॥

মন চোরার বাঁশী বাজিও ধীরে ধীরে।
আকুল করিল তোমার সুমধুর স্বরে ॥ ধ্রু॥
আমরা কুলের নারী হই গুরু-জনার মাঝে রই
না বাজিও খলের বদনে।
আমার বচন রাখ নীরব হইয়া থাক
না বধিও অবলার প্রাণে ॥
যেবা ছিল কুলাচার সে গেল যমুনা-পার
কেবল তোমার এই ডাকে।
যে আছে নিলজ প্রাণ শুনিয়া তোমার গান
পথে যাইতে থাকে বা না থাকে ॥
তরলে জনম তোর সরল হৃদয় মোর
ঠেকিয়াছ গোঙারের হাতে।
কানাই-খুটিয়া কয় মোর মনে হেন লয়
বাঁশী হৈল অবলা বধিতে ॥

২৭ অভিমানিনী রাধা ॥ চম্পতি ॥

সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহুগুণ একদোষে নাশই
একগুণ বহুদোষ-নাশা ॥ ধ্রু ॥
কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুল শীল ধন জন যৌবন
কি করব লোচনহীনে ॥

গরল-সহোদর গুরুপত্নী-হর
রাহু-বমন তনু কারা।
বিরহ-হুতাশন বারিজ-নাশন
শীলগুণে শশী উজিয়ারা॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজসুতে
কাক উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিক
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পীরিতি কি কহব রে সখি
সব গুণমূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি করে শত শত
তবহিঁ প্রতীত নাহি বোলে॥
বর পরিরম্ভণ চুম্বন আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে॥
সুন্দর সিন্দুর নয়নক অঞ্জন
সঞ্চরু দশনক রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাত-সময়ে দিল দেখা॥
দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহিল
রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পাতি পৈড় কপূর যব না মিলব
তব মিলব হরি সঙ্গে॥

২৮ শিশু-অভিমান ॥ বংশীবদন ॥

আগে যায় যাদুমণি পাছে রাণী ধায়।
না শুনে মায়ের বোল ফিরিয়া না চায়॥
যাদু মোর আয় রে আয়।
বাহু পসারিয়া ডাকে তোর মায়॥ ধ্রু॥
নাহি মারি নাহি ধরি নাহি বলি দূর।
সবে মাত্র বলিয়াছি রাখ গিয়া বাছুর॥
তরুণ নয়ানের জল পড়িতেছে উরে।
না জানি কেমন বিধি লাগিল আমারে॥
বংশীবদন বলে শুন দয়াময়।
কে তোমা মারিতে পারে কারে তোমার ভয়॥

২৯ রাধাবন্দনা ॥ মাধব আচার্য্য ॥

জয় নাগরবরমানসহংসী।
অখিলরমণীহৃদিমদবিধ্বংসী॥
জয় জয় জয় বৃষভানুকুমারী।
মদনমোহনমনপঞ্জরশারী॥
জয় যুবরাজহৃদয়বনহরিণী।
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জরকরিণী॥
কুঞ্জভবনসিংহাসনরাণী।
রচয়তি মাধব কাতরবাণী॥

৩০ গৌরাঙ্গবন্দনা ॥ নয়নানন্দ ॥

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর ॥
গোরা মোর অকলঙ্ক শশী।
হরিনামসুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি ॥
গোরা মোর হিমাদ্রিশিখর।
তাহা হৈতে প্রেম-গঙ্গা বহে নিরন্তর ॥
গোরা মোর প্রেমকল্পতরু।
যার পদছায়ে জীব সুখে বাস করু ॥
গোরা মোর নবজলধর।
বরষি শীতল যাহে করে নারীনর ॥
গোরা মোর আনন্দের খনি।
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি ॥

৩১ প্রথম মিলন ॥ লোচন দাস ॥

শুন গো তাহার কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ
দেখা হৈল কদম্বের তলে।
বিবিধ ফুলের মালা যতনে গাঁথিয়া কালা
পরাইতে চাহে মোর গলে ॥
আমি মরি অই দুখে ভয় নাহি তার বুকে
সাত পাঁচ সখী ছিল সাথে।
চাতুরী করিয়া চার বসনে করিলাম আড়
ডর হৈল পাছে কেহ দেখে ॥

না জানে আপন পর সকল বাসয়ে ঘর
কারো পানে ফিরিয়া না চায়।
আমারে দেখিয়া হাস্যা বাহু পসারিয়া আস্যা
মুখে মুখ দিয়া চুমা খায়॥
গলাতে বসন ধরে কত না মিনতি করে
কথা না কহিলাম আমি লাজে।
লোচন বোলে গেল কুল গোকুল হৈল উলথুল
আর কি চাতুরী ধনি সাজে॥

৩২ প্রথম দর্শন ॥ লোচন দাস॥

সজনি ও ধনি কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরি নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন করিয়া আসন
সে ধনী মাজিছে গা॥
কিবা সে দু-গুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশিকলা।
মাটিতে উদয় যেন সুধাময়
দেখিয়া হইলুঁ ভোলা॥
সিনিঞা উঠিতে নিতম্ব-তটিতে
পড়্যাছে চিকুররাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক-চাঁদার
শরণ লইল আসি॥

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ-জ্বরে ভোর ॥
দাস-লোচন কহয়ে বচন
শুন হে নাগর-চান্দা।
সে যে বৃষভানু- রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা ॥

৩৩ শিশুচাপল্য ॥ শ্যামদাস ॥

নন্দদুলাল মোর আঙ্গিনাএ খেলাএ রে।
নাচি নাচি চলি যায় বাজন-নূপুর পায়
আপনার অঙ্গছায়া ধরিবারে চায় ॥
ঝলকএ অভরণ জিনিয়া দামিনী ঘন
পীতবসন কটি ঘন উড়ে বায়।
হিয়ায় পদক দোলে ঝলকএ কলেবরে
চান্দ যেন ঢরঢর বহে যমুনায় ॥
যশোদা পুলক ভরে গদগদ বাণী বলে
নব নব বৎসপুচ্ছ ধরি ধরি ধায়।
সমান বালক সঙ্গে আঙ্গিনা খেলায় রঙ্গে
শ্যামদাস কহে চিত ধরণে না যায় ॥

৩৪ প্রেমনিবেদন ॥ জ্ঞানদাস ॥

নহিয় বিমুখ রাই নহিয় বিমুখ।
অনুগত জনেরে না দিহ এত দুখ ॥
তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পরতিত চোর ॥
প্রতি-অঙ্গে অনুখণ রঙ্গ-সুধানিধি।
না জানি কি লাগি পরসন্ন নহে বিধি ॥
অলপ অধিক-সঙ্গে হয় বহু-মূল।
কাঞ্চন সঞে কাচ মরকত-তূল ॥
এত অনুনয় করি আমি নিজ-জনা।
দুরদিন হয় যদি চান্দে হরে কণা ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলী।
বিধি নিরমিল তোহে পিরিতি পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেহ সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানে কার মন ॥

৩৫ প্রথম প্রেম ॥ জ্ঞানদাস ॥

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর কূলে
চিত হরি কালিয়া নাগর নিল ছলে ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে পরাণ ॥

চন্দনচাঁদের মাঝে মৃগমদ-ধাঁধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বাঁধা॥
কটি পীতবসন রশন তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুলকলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর কলঙ্ক রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দু-কুলে দিলুঁ দুখ
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি বাঁধ বুক॥

৩৬ স্বপ্নসমাগম ॥ জ্ঞানদাস ॥

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামলবরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
ঝনঝন-শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান-রঙ্গে বিগলিত-চীর-অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরি-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।

দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইলুঁ—বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥

৩৭ প্রেমনির্ভরা রাধা ॥ জ্ঞানদাস ॥

তুমি সব জান কানুর পিরিতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি-জীবন
তাহারে সোঁপিয়াছি ॥
সই কি আর কুল-বিচারে।
প্রাণ-বন্ধু বিনে তিলেক না জীব
কি মোর সোদর-পরে ॥ ধ্রু ॥
সে রূপ-সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধিলুঁ হিয়া।

সে সব চরিতে ডুবিল যে মন
তুলিব কি আর দিয়া ॥
খাইতে খাইয়ে শুইতে শুইয়ে
আছিতে আছিয়ে পরে।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
আগুনি ভেজাই ঘরে ॥

৩৮ প্রেমতন্ময়ী রাধা ॥ জ্ঞানদাস ॥

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে ॥
সই কি আর বলিব।
যে পুনি কর্যাছি মনে সেই সে করিব ॥ ধ্রু ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশপরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহুলহু হাসে পহু পিরীতির সার ॥
গুরুগরবিত-মাঝে রহি সখীরঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলুঁ আগুনি ॥

৩৯ নিষ্ঠুর প্রেম ॥ জ্ঞানদাস ॥

কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চান্দমুখ চাই ॥
শাশুড়ী-ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমত রহিয়ে পাড়াপড়শীর ডরে ॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন ॥

৪০ ধৃষ্ট প্রেম ॥ কবি শেখর ॥

বড়াই ভাল রঙ্গ দেখ দাঁড়াইঞা।
কালিন্দী গম্ভীরনীর নিকটে যমুনাতীর
ঝাঁপ দিব এ তাপ এড়াঞা ॥
হেন ব্যবহার যার উচিত না কহ তার
নিকটে মথুরা রাজধানী।
কান্ধে কর বেড়াইঞা অঙ্গে অঙ্গ হেলাইঞা
পসরা নামাএ কোন দানী ॥
বলিঞা কহিঞা মোরে ঘরের বাহির কল্যে
ধরাইলে ধরমের ছাতা।
ছার কুল কিবা মান যৌবনের চাহে দান
ইহাতে না কহ এক কথা ॥

নিজ পতি হেন মতি কথাএ চাতুরি অতি
গরবে গণিল নহে কংসে।
যার সনে যার ভাব তার সনে তার লাভ
কে কহিবে আমা সভার অংশে ॥
এমনি জানিলে মনে এ সঙ্গে আসিবে কেনে
বিকে আস্তে লাভ হল্য যত।
কবি-শেখরে কয় দেখিলে এমতি হয়
বিকি কিনি হয় মনের মত ॥

৪১ **বিষম প্রেম** ॥ কবি শেখর ॥

ওহে শ্যাম তুহুঁ সে সুজন জানি।
কি গুণে বাঢ়াল্যা কি দোষে ছাড়িল্যা
নবীন পীরিতি-খানি ॥ ধ্রু ॥
তোমার পীরিতি আদর আরতি
আর কি এমন হবে।
মোর মনে ছিল এ সুখ-সম্পদ
জনম অবধি যাবে ॥
ভাঙ্গ হৈল কান দিয়া সমাধান
বুঝিল আপন কাজে।
মুঞি অভাগিনী পাছু না গণিল
ভুবন ভরিল লাজে ॥
যখন আমার ছিল শুভদিন
তখন বাসিতে ভাল।
এখনে এ সাধে না পাই দেখিতে
কান্দিতে জনম গেল ॥

কহয়ে শেখর বঁধুর পীরিতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥

৪২ তিমিরাভিসারিণী রাধা ॥ কবি শেখর॥

কাজর-রুচিহর রয়নী বিশালা।
তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর।
নিশব্দপথগতি চললিহ থোর॥
উনমতচিত অতি আরতি বিথার।
গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবন ভার॥
কমলিনী-মাঝা খিনি উচ কুচজোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোরা।
নব-অনুরাগিণী নবরসে ভোরা॥
অঙ্গক অভরণ বাসয়ে ভার।
নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার॥
লীলাকমল উপেখলি রামা।
মন্থরগতি চলু ধরি সখী শ্যামা॥
যতনহিঁ নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥

৪৩ মিলনোৎকণ্ঠিতা রাধা ॥ কবি শেখর ॥

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
গগন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন-খর-শর-হন্তিয়া ॥
সখি হে হামার দুখের নাহি ওর রে।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে ॥ ধ্রু ॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভণহু শেখর কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া ॥

৪৪ শিশু-অভিমান ॥ বলরাম দাস ॥

দাঁড়ায়্যা নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে
বুক বহিয়া পড়ে ধারা।
না থাকিব তোর ঘরে অপযশ দেয় মোরে
মা হইয়া বলে ননীচোরা ॥
ধরিয়া যুগল করে বান্ধয়ে ছাঁদন-ডোরে
বাঁধে রাণী নবনী লাগিয়া।

আহিরী রমণী হাসে দাঁড়াইয়া চারি পাশে
হয় নয় চাহ শুধাইয়া ॥
আনের ছাওয়াল যত তারা ননী খায় কত
মা হইয়া কেবা বান্ধে কারে।
যে বোল সে বোল মোরে না থাকিব তোর ঘরে
এত দুখ সহিতে না পারে ॥
বলাই খায়্যাছে ননী মিছা চোর বলে রাণী
ভাল মন্দ না করে বিচার।
পরের ছাওয়াল পায়্যা মারেন আসিয়া ধায়্যা
শিশু বলি দয়া নাহি তার ॥
অঙ্গদ বলয় তাড় আর যত অলঙ্কার
আর মণি-মুকুতার হার।
সকল খসায়্যা লহ আমারে বিদায় দেহ
এ দুখে যমুনা হব পার ॥
বলরাম-দাসে কয় এই কর্ম্ম ভাল নয়
ধাইয়া গোপাল কোলে কর।
যশোদা আসিয়া কাছে গোপালের মুখ মোছে
অপরাধ ক্ষমা কর মোর ॥

৪৫ পূর্ব-গোষ্ঠ ॥ বলরাম দাস ॥

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর নব তৃণকুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥

সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর-আগে রাঙ্গা পায়ে জনি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন॥
নিকটে গোধন রাখ্য মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈল গোপজাতি গোধন-পালন বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥
বলরাম-দাসের বাণী শুন ওগো নন্দ-রাণী
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া দিব মোরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়॥

৪৬ উত্তর গোষ্ঠ ॥ বলরাম দাস ॥

চান্দমুখে দিয়া বেণু নাম লৈয়া সব ধেনু
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অনুসারে বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজসুখে।
যে ধেনু যে বনে ছিল ফিরাইয়া একত্র কৈল
চালাইল গোকুলের মুখে॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন-বামে।

শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোখুর-রেণু
পথে চলে করি কত রঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা দিয়া ঘন
বলরাম-দাস চলু সঙ্গে ॥

৪৭ রূপানুরাগ ॥ বলরাম দাস ॥

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতিমরকত অভিনবকাম ॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মলুঁ মলু কিবা রূপ দেখিলুঁ স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন-কোণে জাতিকুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরুভঙ্গী।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায় ॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম-দাসে কয় অবশ পরশে ॥

৪৮ গম্ভীর প্রেম ॥ বলরাম দাস ॥

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস-রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটী কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শারদ-চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুরী।
অমিয়ার সাচে যদি গঢ়াইয়ে পুতুলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তভু না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাঙ হারাঙ হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ-চিত নহে থির।

৪৯ মিলনোৎকণ্ঠা ॥ বলরাম দাস ॥

কে মোরে মিলাঞা দিবে সে চান্দ-বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥

কালরাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় খসিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারীজাতি॥
ধনজন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য হৈল এ তিন ভুবন॥
কেহো ত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
দুখ জানাইতে চলু বলরাম-দাস॥

৫০ **চাতুর্মাস্য বিরহ** ॥ সিংহ ভূপতি ॥

মোর বনে বনে সোর শুনত
বাঢ়ত মনমথ-পীর।
প্রথম ছার আখাঢ় রে
অবহুঁ গগন গম্ভীর॥
দিবস রয়না অয়ি সখি কৈছে মোহন বিনু থায়ে॥ ধ্রু॥
আওয়ে শাঙন বরিখে ভাওন
ঘন শোহায়ন বারি।
পঞ্চশর-শর ছুট রে কেঙ
সহে বিরহিণী নারী॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাঁ-সো কহি ইহ দুখ।
নিভরে ডরডর ডাকে ডাহুক
ছুটত মদনবন্দুক॥

অম্বুহ আসিন গগন ভাখিণ
ঘনন ঘন ঘন বোল।
সিংহ ভূপতি ভণয়ে ঐছন
চতুরমাসিক রোল ॥

৫১ **রূপানুরাগ** ॥ শ্রীনিবাস আচার্য্য ॥

বদন-চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কে না কুন্দিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ কেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখী ॥
রতন কাড়িয়া অতি যতন করিয়া গো
কেন না গঢ়িয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণ গো
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে ॥
অমিয়া-মধুর বোল সুধাখানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাঙ।
এমতি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাঙ ॥
মদন-ফান্দুয়া ও না চূড়ায় টালনি গো
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা
নাসিকার আগে দোলে এ গজমুকুতা গো
সোনায় মুড়িত তার পাশে।

বিজুরী জড়িত যেন চান্দের কলিকা গো।
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
করিবর-কর জিনি বাহুর বলনী গো।
হিঙ্গুল-মণ্ডিত তার আগে।
যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো।
উহারি পরশ-রস মাগে॥
নাটুয়া-ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস-দাসে কয় লখিলে লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়ল বিধাতা॥

৫২ গোপন প্রেম ॥ নরোত্তম দাস ॥

কি খেনে হইল দেখা নয়ানে নয়ানে।
তোমা বঁধু পড়ে মনে শয়নে স্বপনে॥
নিরবধি থাকি আমি চাহি পথ-পানে।
মনের যতেক দুঃখ পরাণ তা জানে॥
শাশুড়ী খুরের ধার ননদিনী রাগী।
নয়ান মুদিলে মন কান্দে শ্যাম লাগি॥
ছাড়ে ছাড়ু নিজ জন তাহে না ডরাই।
কুলের ভরমে পাছে তোমারে হারাই॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে নরোত্তম-দাসে।
অগাধ সলিলে মীন মরয়ে পিয়াসে॥

৫৩ মাথুর-বিরহ ॥ নরোত্তম দাস ॥

কমল-দল আঁখি রে কমল-দল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ-মুখ দেখি ॥ ধ্রু ॥
যে সব করিলে কেলি গেল বা কোথায়।
সোঙরিতে দুখ উঠে কি করি উপায় ॥
আঁখির নিমিখে মোরে হারা হেন বাসে।
এমন পিরিতি ছাড়ি গেলা দূর দেশে ॥
প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিত।
নরোত্তম-দাস-পহু কঠিন-চরিত ॥

৫৪ তন্ময় প্রেম ॥ নরোত্তম দাস ॥

কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ-কোটি হেম
নিরবধি জাগিছে অন্তরে।
পুরুবে আছিল ভাগি তেঞি পাইয়াছি লাগি
প্রাণ কান্দে বিচ্ছেদের ডরে ॥
কালিয়া বরণখানি আমার মাথার বেণী
আঁচরে ঢাকিয়া রাখি বুকে।
দিয়া চাঁদ-মুখে মুখ পুরিব মনের সুখ
যে বলে সে বলুক পাপ-লোকে ॥
মণি নও মুকুতা নও গলায় গাঁথিয়া লও
ফুল নও কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণ-নিধি
লইয়া ফিরিতু দেশে-দেশ ॥

নরোত্তম-দাসে কয়　　　　তোমার চরিত্র নয়
　　তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে-দিনে তোমার ভাবে　　　　আমার পরাণ যাবে
　　সেই দিন দিহ পদ-ছায়া॥

৫৫ প্রার্থনা ॥ নরোত্তম দাস ॥

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকশরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকূতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম-দাস॥

৫৬ প্রার্থনা ॥ নরোত্তম দাস ॥

　　হরি হরি আর কি এমন দশা হৈব।
এ ভব-সংসার তেজি　　　　পরম আনন্দে মজি
　　আর কবে ব্রজ-ভূমে যাইব॥
সুখময় বৃন্দাবন　　　　কবে পাইব দরশন
　　সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।

প্রেমে গদগদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ-নাম লৈয়া
কান্দিয়া বেড়াইব উচ্চ-রায় ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া
ডাকিব হা প্রাণনাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে খাইব করপুটে তুলি ॥
আর কি এমন হৈব শ্রীরাস-মণ্ডলে যাইব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাঞা পরম আনন্দ হৈয়া
পড়িয়া রহিব কবে তায় ॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি
রাধা-কুণ্ডে কবে হৈবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ-পতন হৈবে
আশা করে নরোত্তম-দাস ॥

৫৭ দুরন্ত প্রেম ॥ রামচন্দ্র ॥

কাহারে কহিব মনের কথা
কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরমবেদন
সদাই চমকে চিত ॥
গুরুজন-আগে বসিতে না পাই
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥

সখী সঙ্গে যদি জলেরে যাই
সে কথা কহিল নয়।
যমুনার জল মুকত কবরী
ইথে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ
কহিল সভার আগে।
রামচন্দ্র কহে শ্যাম নাগর
সদাই মরমে জাগে॥

৫৮ প্রথম-সমাগমভীরু রাধা ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

ধরি সখী-আঁচরে ভই উপচঙ্ক।
বইঠে না বইঠয়ে হরি-পরিযঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস-অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারী॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বয়ন নয়নজল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরথরি কাঁপ।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥
শূতলী ভীত-পুতলী সম গোরী।
চীত-নলিনী অলি রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপকে কূপে মগন ভেল কাম॥

৫৯ বর্ত্মরোধ ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি ॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পোঙার।
চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম-ভার ॥
এ গজগামিনী তু বড়ি সেয়ান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর দান ॥ ধ্রু ॥
কনয়-কলস ঘনরস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই ॥
তেঞি অতি মন্থর চরণ-সঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার ॥
সুবল লেহ তুহুঁ গো-রস দান।
রাই করব অব কুঞ্জে পয়াণ ॥
তাঁহা বৈঠল মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥

৬০ হিমাভিসার ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ

হিমঋতু যামিনী যামুনতীর।
তরললতাকুল কুঞ্জ-কুটীর ॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিন-সমীর।
কৈছে বঞ্চব শুন শ্যামশরীর ॥ ধ্রু ॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া নেহ।
ধনি ধনি সো ধনী পরিহর গেহ ॥

কুলবতী-গৌরব কঠিন কপাট।
গুরুজন-নয়ন সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব তোহে রাই॥
ইথে যো পূরব তুহুঁ-মনকাম।
তাকর চরণে হামারি পরণাম॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ ধরি জাগ।
তুহুঁ জনি তেজহ নব-অনুরাগ॥

৬১ হিমাভিসার ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ॥

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥ ধ্রু॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচকুচ-কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কমলচরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক-বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ॥

৬২ বর্ষাভিসার ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

মন্দির-বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহি অতি দূরতর বাদলদোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধনী পার ॥ ধ্রু ॥
ঘনঘন ঝনঝন বজরনিপাত।
শুনইতে শ্রবণ-মরম জরি যাত ॥
দশদিশ দামিনীদহন-বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনতার ॥
ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥

৬৩ বর্ষাভিসার ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

কুলমরিযাদ- কপাট উদঘাটলু
তাহে কি কাঠকি বাধা
নিজ মরিযাদ- সিন্ধু সঞে পঙরলু
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥
সহচরি মঝু পরিখন কর দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥ ধ্রু ॥

কোটি কুসুমশর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদজল লাগি।
প্রেমদহনদহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলু
তাহে কি তনু-অনুরোধ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি অভিসর
সহচরী পাওল বোধ॥

৬৪ রাসাভিসারিণী রাধা ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

কুঞ্চিত-কেশিনী নিরুপম-বেশিনী
রস-আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অঙ্গ-তরঙ্গিণী অধর-সুরঙ্গিণী
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ-রমণীগণ-মুকুটমণি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জর-গামিনী মোতিম-দামিনী
চমকিনী শ্যাম-নেহারিনী রে।
আভরণ-ধারিণী নব-অভিসারিণী
শ্যাম-হৃদয়বিহারিণী রে॥
নব-অনুরাগিণী অখিল-সোহাগিনী
পঞ্চম-রাগিণী সোহিনী রে।
রাস-বিলাসিনী হাস-বিকাশিনী
গোবিন্দদাস-চিতমোহিনী রে॥

৬৫ রাসবিহার ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

শরদচন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী
মত্তমধুকর-ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহনমদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত চোরণি॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কললোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজররেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল-দোলনি॥
শিথিলছন্দ নীবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রশন চোলি
গলিত-বেণী-লোলনি।
ততহি বেলি সখিনী মেলি
কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ
গোবিন্দদাস-গায়নি॥

৬৬ বিরহকাতরা রাধা ॥ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা ॥
সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই।
অবধি রহল বিছুরাই ॥ ধ্রু ॥
কো জানে চান্দ চকোরিণী বঞ্চব
মাধবী মধুপ সুজান।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি-নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রসপুর ॥

৬৭ প্রতীক্ষমাণা ॥ বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

পরাণ-পিয়া সখি হামারি প্রিয়া।
অবহু না আওল কুলিশ-হিয়া ॥
নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লেখি লেখি
নয়ন আন্ধুয়া ভেল পিয়া-পথ দেখি ॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল ॥

অব হাম তরুণী বুঝলুঁ রসভাস।
হেন জন নাহি যে কহয়ে পিয়া-পাশ॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥

৬৮ বিরহপ্রবোধ ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ॥

যব তুহুঁ লায়ল নব নব নেহ।
কেহু না গুণল পরবশ দেহ॥
অব বিধি ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দূলহ দূরে রহু কেলি॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি।
যৈছন জীবয়ে দুয়-এক রজনী॥
গণইতে অধিক দিবস জনি লেখ।
মেটি গুণায়বি দুয়-এক রেখ॥
তাহে কি সংবাদব পরমুখে বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি॥
এতহুঁ নিবেদল তুয়া পাশে কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

৬৯ মাথুর-বিরহিণী রাধা ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ

শুনলহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহিঁ পেখলুঁ নয়ন পসারি॥

পলটি নেহারিতে হাম রহু হেরি।
শূনহি মন্দিরে আয়লু ফেরি ॥
দেখ সখি নীলজ জীবন মোই।
পিরীতি জনায়ত অব ঘন রোই ॥ ধ্রু ॥
সো কুসুমিত বন কুঞ্জ-কুটীর।
সো যমুনা-জল মলয়-সমীর ॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক ॥
এতদিনে জানলু বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত ॥
তহি অতি দুরতর আশকি পাশ।
সমদি না আওত গোবিন্দদাস ॥

৭০ **মাথুর-বিরহ** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ

হরি নহ নিরদয় রসময়-দেহ।
কৈছন তেজব নবীন সিনেহ ॥
পাপী অকূর কিয়ে গুণ জান।
সব মুখ বারি লেই চলু কান ॥
এ সখি কানুক জনি মুখ চাহ।
আঁচর গহি বাহুড়ায়হ নাহ ॥ ধ্রু ॥
যতিখণে দ্বিজকুল মঙ্গল ন পঢ়ই।
যতিখণে রথপরি কোই ন চঢ়ই ॥
যতিখণে গোকুলে তিমির ন গিরই
করইতে যতন দৈবে সব ফিরই ॥

এতহুঁ বিপদে জীউ রহই একন্ত।
বুঝলুঁ নেহারত লাজক পন্থ॥
অতএ সে কী ফল দারুণ লাজ।
গোবিন্দদাস কহে না সহে বিয়াজ॥

৭১ মাথুর-বিরহিণী রাধা ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

যাহে লাগি গুরুগন্- জনে মন রঞ্জলুঁ
দুরুজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী- বরত সমাপলুঁ
লাজে তিলাঞ্জলি দেল।
সজনি জানলুঁ কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরান॥ ধ্রু॥
যো মঝু সরস- সমাগম-লালস
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক-কুঞ্জে জাগি নিশি-বাসর
পন্থ নেহারত মোরি॥
যাহে লাগি চলইতে চরণে বেঢ়ল ফণী
মণি-মঞ্জির করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছন সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমানি॥

৭২ **মাথুর-বিরহে সখী সংবাদ** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

শুনইতে কানু- মুরলী-রব-মাধুরী
শ্রবণ নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন-যুগ লুঝাঁপ
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সুন্দরি তৈখনে কহল মো তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়বি
জনম গোঙায়বি রোয়॥ ধ্রু॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপলালসে
কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপলাবণি
জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি
শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন- নীর দেই সীঁচহ
কহতহিঁ গোবিন্দদাসে॥

৭৩ **বিশ্বময় প্রেম** ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ ॥

যাঁহা পহুঁ অরুণচরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি-মাহ॥
এ সখি বিরহমরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছে মিলই যব শ্যামরচন্দ॥ ধ্রু॥

যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গজ্যোতি হোই তাথ-মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদু বাত ॥
যাঁহা পহুঁ ভরমই জলধরশ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চনগোরি।
সো মরকততনু তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥

৭৪ রূপানুরাগিণী ॥ গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী ॥

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনি বহিয়া যায়।
ঈষত-হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে
মদন মূরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর কি খেনে দেখিলুঁ
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে ॥ ধ্রু ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন-কটাখে বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে চায় ॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।

উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন- ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয় ॥

৭৫ **আত্মনিবেদন** ॥ গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী।
হৃদি-মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥
গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥ ধ্রু ॥
সম-শৈল কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
আমি কুরূপিণী গুণহীনী গোপনারী
তুমি জগজনরঞ্জন বংশীধারী ॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুমি রসপণ্ডিত রস-চূড়ামণি।
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

৭৬ আর্ত্ত-বিরহ ॥ গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তী ॥

পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা।
পিয়া বিনু মধু না খায় উড়ি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতুঁ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতুঁ বান্ধিয়া॥ ধ্রু॥
কোন নিদারুণ বিধি পিয়া হরি নিল।
এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিশ্চয় মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি নাগররাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দদাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥

৭৭ গাঢ়-অনুরাগিণী ॥ বসন্ত রায় ॥

সখি হে শুন বাঁশী কিবা বোলে।
আনন্দ-আধার কিয়ে সে নাগর
আইলা কদম্ব-তলে॥
বাঁশরি-নিসান শুনিতে পরাণ
নিকাশ হইতে চায়।
শিথিল সকল ভেল কলেবর
মন মুরুছই তায়॥

নাম বেড়াজাল খেয়াতি জগতে
সহজে বিষম বাঁশী।
কানু-উপদেশে কেবল কঠিন
কামিনী-মোহন ফাঁসি॥
কি দোষ কি গুণ একই না গণে
না বুঝে সময় কাজ।
রায়-বসন্তের পহু বিনোদিয়া
তাহে কি লোকের লাজ॥

৭৮ **ভীরু প্রেম** ॥ উদয়াদিত্য ॥

কি বলিতে জানো মুঞি কি বলিতে পারি।
একে গুণহীন আরে পরবশ নারী॥
তোমার লাগিয়া মোর যত গুরুজন।
সকল হইল বৈরী কেহ নয় আপন॥
বাঘের মাঝে যেন হরিণীর বাস।
তার মাঝে দীঘল ছাড়িতে নারি শ্বাস॥
উদয়-আদিত্যে কহে মনে অই ভয় উঠে।
তোমার পিরীতিখানি তিলেক পাছে টুটে॥

৭৯ **গভীর প্রেম** ॥ রাঘবেন্দ্র রায় ॥

তোমা না ছাড়িব বন্ধু তোমা না ছাড়িব।
বিরলে পাইয়াছি হিয়া মাঝারে রাখিব॥
রাতি কৈলাঙ দিন বন্ধু দিন কৈলাঙ রাতি।
ভুবন ভরিয়া রহিল তোমার খেয়াতি॥

ঘর কৈলাঙ বন বন্ধু বন কৈলাঙ ঘর।
পর কৈলাঙ আপনি আপনি হৈলাঙ পর
সকল তেজিয়া দূরে লইলাঙ শরণ।
রায়-রাঘবেন্দ্র কহে ও রাঙ্গাচরণ॥

৮০ শিশু-বিলসিত ॥ নরসিংহ দাস ॥

মরি বাছা ছাড় রে বসন।
কলসী উলায়্যা তোমারে লইব এখন॥ ধ্রু॥
মরি তোমার বালাই লয়্যা আগে আগে চল ধায়্যা
ঘাঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠী দিব হাতে খেলাইও শ্রীদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী॥
মুঞি রহিলুঁ তোমা লয়্যা গৃহকর্ম্ম গেল বয়্যা
মোরে ছাড়ে কেমন উপায়।
কলসী লাগিল কাঁখে ছাড় রে অভাগী মাকে
হের দেখ ধবলী পিয়ায়॥
মায়ের করুণা-ভাষ শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চল ব্রজরায়॥
কিঙ্কিণী-কাছনি-ধ্বনি অতি সুমধুর শুনি
রাণী বলে সোনার বাছা যায়॥
ভুবন-মোহিয়া উরে আঙ্গুলের নখ রয়ে
সোনায় বান্ধিয়া থোপা তায়।
ধাইয়া যাইতে পিঠে অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ-দাসে গুণ গায়॥

৮১ শোচক ॥ শ্যামপ্রিয়া

প্রাণ ধরিব কেমনে প্রাণ ধরিব কেমনে।
দিবসে আন্ধার হৈল শ্রীমুরারি বিনে॥
হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা হৈল বাদ।
আর কি রসিকানন্দ পূরাইবে সাধ॥
একে সে রসিকানন্দ রসের তরঙ্গ।
বসিলা রসিকানন্দ ক্ষীরচোরা-সঙ্গ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে হিয়া বিদরে উল্লাসে।
দশদিগ শূন্য হৈল শ্যামপ্রিয়া ভাষে॥

৮২ বর্ত্মরোধ ॥ অজ্ঞাত ॥

হেদে লো বিনোদিনী এ পথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্বতলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি॥ ধ্রু॥
এ ভর-দুপুর বেলা তাতিল পথের ধূলা
কমল জিনিয়া পদ তোরি।
রৌদ্রে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ
শ্রমভরে আউলাইল কবরী॥
অমূল্য রতন সাথে গোঁয়ারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিল-আধ না যাওঁ ছাড়িয়া॥

৮৩ দূতী-সংবাদ ॥ তরুণীরমণ ॥

এ হরি মাধব করু অবধান।
জিতল বিয়াধি ঔষধে কিবা কাম॥
আঁধিয়ারা হোই উজর করে যোই।
দিবসক চাঁদ পুছত নাহি কোই
দরপণ লেই কি করব আন্ধে।
শফরী পলায়ব কি করব বান্ধে॥
সায়রি শুখায়ব কি করব নীরে।
হাম অবোধ তুয়া কি করব ধীরে॥
কা করব বন্ধুগণ বিধি ভেও বাম।
নিশি-পরভাতে আওলি শ্যাম॥
তরুণীরমণে ভণ ঐছন রঙ্গ।
রজনী গোঙাওলি কাকরু সঙ্গ॥

৮৪ শিশু-চাপল্য ॥ যত্নাথ দাস ॥

হেদে গো রামের মা ননীচোরা গেল কোন পথে।
মন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে
সাজাই করিব ভালমতে॥ ধ্রু॥
শূন্য ঘরখানি পায়া সকল নবনী খায়্যা
দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
অঙ্গুলির চিনাগুলি বেকত হইবে বলি
ঢালিয়া দিয়াছে তাহে পানী॥

ক্ষীর ননী ছেনা চাঁছি উভ করি শিকাগাছি
যতনে তুলিয়া রাখি তাতে।
আনিয়া মথনদণ্ড ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড
নামতে থাকিয়া মুখ পাতে॥
ক্ষীর সর যত হয় কিছুই নাহিক রয়
কি ঘরকরণে বসি মোরা।
যে মোরে দিলেক তাপ সে মোর হয়্যাছে পাপ
পরাণে মারিব ননীচোরা॥
যশোদার মুখ হেরি রোহিণী দেখায় ঠারি
যে ঘরে আছয়ে যাতুমণি।
যতুনাথ কয় দৃঢ় এবার কানুরে এড়
আর কভু না খাইবে ননী॥

৮৫ গোপন প্রেম ॥ যদুনাথ দাস ॥

কি বলিব আর বঁধু কি বলিব আর।
নয়নের লাজে নাহি ছাড়ে লোকাচার॥
গোকুলে গোয়ালা-কুলে কেবা কি না বোলে
তবু মোর ঝুরে প্রাণ তোমা না দেখিলে॥
একে মরি তুখে আর গুরুর গঞ্জনা।
ডাকিয়া শুধায় হেন নাহি কোন জনা॥
ডরে ডরাইয়া সে বঞ্চিব কত কাল।
তুয়া প্রেম-রতন গাঁথিব কণ্ঠমাল॥
নিশি দিসি অবিরত পোড়ে মোর হিয়া।
বিরলে বসিয়া কাঁদি তোমা নাম লয়্যা॥

তোমা দেখিবারে বঁধু আসি নানা ছলে।
লোকভয় লাগিয়া সে ডরে প্রাণ হালে॥
না দেখিলে মরি যারে তারে কিবা ভয়।
যদুনাথ-দাস বলে দঢ়াইলে কয়॥

৮৬ বংশীধ্বনিবিদ্ধা রাধা ॥ যদুনন্দন দাস ॥

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিঞা পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য্য-পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখি হে নিশ্চয় করিয়া কহি তোহে।
হা হা কুলরমণীর গ্রহণ করিতে ধীর
যাতে কোন দশা কৈল মোহে॥ ধ্রু॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন-মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে
রহ তুমি চিত্তে ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে মিশাল করিঞা।
হিম নহে তভু তনু কাঁপাইছে হিমে জনু
প্রতি তনু শীতল করিঞা॥
অস্ত্র নহে মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি পোড়ায়ে আমার মতি
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥

এতেক কহিয়া ধনী উদ্বেগ বাড়িল জনি
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে।
কহে শুন আরে সখি তুমি মিথ্যা কৈলে দেখি
মুরলীর নহে হেন রীতে ॥
কোন সুনাগর এই মোহমন্ত্র পড়ে যেই
হরিতে আমার ধৈর্য্য যত।
দেখিয়া এ সব রীত চমক লাগিল চিত
দাস-যত্নন্দনের মত ॥

৮৭ বিষম প্রেম ॥ যত্নন্দন দাস ॥

কত ঘর-বাহির হইব দিবা-রাতি।
বিষম হইল কালা কানুর পিরিতি ॥
আনিয়া বিষের গাছ রুপিলাম অন্তরে।
বিষেতে জারিল দেহ দোষ দিব কারে ॥
কি বুদ্ধি করিব সখি কি হবে উপায়।
শ্যাম-ধন বিনে মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
এ-কুল ও-কুল সখি দো-কুল খোয়ালুঁ।
সোতের শেহলি যেন ভাসিতে লাগিলুঁ ॥
কহিতে কহিতে ধনি ভেল মুরছিত।
উরে করি কহে সখী থির কর চিত ॥
মনে হেন অনুমানি এই সে বিচার।
এ যত্নন্দন বোলে কর অভিসার ॥

৮৮ নর্মোক্তিপ্রত্যুক্তি ॥ ঘনশ্যাম কবিরাজ ॥

'কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।'
'হরি হাম', 'জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরিকন্দর-মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ॥'
'সো হরি নহোঁ মধুসূদন নাম।'
'চলু কমলালয় মধুকরী-ঠাম॥'
'এ ধনি সো নহ হাম ঘনশ্যাম।'
'তনু বিনু গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম॥'
'শ্যামমূরতি হাম তুহুঁ কি না জান।'
'তারাপতিভয়ে বুঝি অনুমান॥
ঘর-মাহা রতনদীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন-আঁধিয়ার॥'
পরিচয়-পদ যব সব ভেল আন।
তবহি পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথ-সূর।
অব ঘনশ্যাম-মনোরথ পূর॥

৮৯ বিরহশঙ্কিনী রাধা ॥ গোপাল দাস ॥

স্বজনি ডাহিন নয়ান কেনে নাচে।
খাইতে শুইতে মুঞি সোয়াথ না পাই গো
অকুশল হবে জানি পাছে॥ ধ্রু॥

শয়নে স্বপনে আমি ভয় যেন বাসি গো
বিনি দুঃখে চিন্তা উপজায়।
প্রিয়-সখির কথা সহনে না যায় গো
সুখ নাহি পাই নিজ গায়॥
নগর-বাজারে সব কানাকানি করে গো
ঘরে ঘরে করে উতরোল।
কাহারে পুছিলে কেহ উত্তর না দেয় গো
কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল॥
আমারে ছাড়িয়া পিয়া বিদেশে যাইবে গো
এহি কথা বুঝি অনুমানে।
গোপাল-দাস কয় কহিতে লাগয়ে ভয়
কেবা জানি আইল বিমানে॥

৯০ গোষ্ঠবিহার ॥ নসির মামুদ ॥

চলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাচনি কাছনি বেত্র বেণু
মুরলি খুরলি গান রি।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণিতনয়াতীরে কেলি
ধবলী শাঙলী আও রি আও রি
ফুকরি চলত কান রি॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি
বদন ইন্দু জলদকাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার
বদনে মদন-ভান রি

আগম-নিগম-বেদসার
লীলায় করত গোঠবিহার
নসির-মামুদ করত আশ
চরণে শরণ-দান রি ॥

৯১ দুস্ত্যজ প্রেম ॥ সৈয়দ মর্তুজা ॥

শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি ॥
যখন দেখিয়ে এ চাঁদ-বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি ॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুল শীল সব ভাসাইলুঁ জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রৈলুঁ তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি ॥

৯২ পূর্ব-গোষ্ঠ ॥ বিপ্রদাস ঘোষ ॥

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর ॥
অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাথে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সভাই দাঁড়াইয়া আছে পথে ॥
বিশাল অর্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান
সাজিয়া সভাই গোঠে যায়।
গোপালের বাণী শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায় ॥
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবে বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
ঘোষ-বিপ্রদাসে বলে এ-বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥

৯৩ দৌত্য ॥ 'হরিবল্লভ' ॥

এ সখি বিহি কি পূরায়ব সাধা।
হেরব পুন কিয়ে রূপনিধি রাধা ॥
যদি মোহে না মিলব সো বররামা।
তব জীউ ছার ধরব কোন কামা ॥
তুহুঁ ভেলি দোতী পাশ ভেল আশা
জীউ বান্ধব কিয়ে করব উদাসা ॥

শুনি হরি-বচন দোতী অবিলম্বে।
আওলি চলি যাহাঁ রমণীকদম্বে॥
কহে হরিবল্লভ শুন ব্রজবালা।
হরি জপয়ে তুয়া গুণমণিমালা॥

৯৪ গৌরাঙ্গ-নর্তন ॥ নরহরি চক্রবর্ত্তী ॥

নাচত গৌর নিখিলনটপণ্ডিত
নিরুপম ভঙ্গি মদনমন হরই।
প্রচুরচণ্ডকর-দরপরিভঞ্জন-
অঙ্গকিরণে দিক-বিদিক উজরই॥
উনমত-অতুল-সিংহ জিনি গরজন
শুনইতে বলী কলি বারণ ডরই।
ঘন ঘন লম্ফ ললিতগতি চঞ্চল
চরণঘাতে ক্ষিতি টলমল করই॥
কিন্নর-গরব খরব করু পরিকর
গায়ত উলসে অমিয়-রস ঝরই।
বায়ত বহুবিধ খোল খমক ধুনি
পরশত গগন কৌন ধৃতি ধরই॥
অতুল-প্রতাপ কাঁপি দুরজনগণ
লেঅই শরণ চরণতলে পড়ই॥
নরহরি-পহুঁক কিরীতি রহু জগ ভরি
পরম-দুলহ ধন নিয়ত বিতরই॥

৯৫ প্রেম-অনুতাপিনী রাধা ॥ 'প্রেমদাস' ॥

সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইলুঁ
সে পুনি আপন দোষ॥
বাতাস বুঝিয়া পেলাই থু পা
বাঢ়াই বুঝিয়া থেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা সে কহিয়ে
রসিক বুঝিয়া নেহ॥
মড়ক বুঝিয়া ধরিয়ে ডাল
ছায়ায় বুঝিয়া মাথা।
গাহক বুঝিয়া গুণ প্রকাশিয়ে
বেথিত দেখিয়া বেথা॥
অবিচারে সই করিলুঁ পিরীতি
কেন কৈলুঁ হেন কাজে।
প্রেমদাস কহে ধীর হ সুন্দরি
কহিলে পাইবা লাজে॥

৯৬ দর্শনোৎকণ্ঠা ॥ 'প্রেমদাস' ॥

কি করিব কোথা যাব কি হৈবে উপায়।
যারে না দেখিলে মরি তারে না দেখায়॥
যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে।
মোরে উপদেশ করে পাসরিতে তারে॥

এতদিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি।
যে মোর দুখের দুখী তার হেন বাণী॥
আন ছলে রহি কত করে কানাকানি।
প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী॥

৯৭ বিরহখিন্ন গৌরাঙ্গ ॥ রাধামোহন ঠাকুর ॥

আজু বিরহভাবে গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
ভূমে গড়ি কান্দে বলে কাঁহা প্রাণেশ্বর॥
পুন মূরছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে বড় হয় ত্রাস॥
উচ করি ভকত করল হরি-বোল।
শুনিয়া চেতন পাই আখি ঝরু লোর॥
ঐছন হেরইতে কান্দে নরনারী।
রাধামোহন মরু যাউ বলিহারি॥

৯৮ দুরন্ত প্রেম ॥ জগদানন্দ ঠাকুর ॥

কেন গেলাম জল ভরিবারে।
নন্দের দুলাল-চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে॥ ধ্রু॥
দিয়া হাস্য-সুধা চার অঙ্গ-ছটা আটা তার
আঁখি-পাখি তাহাতে পড়িল।
মন-মৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ-পিঞ্জর রহিল॥

চিত্ত-শালে ধৈর্য্য-হাতী বান্ধা ছিল দিবা-রাতি
ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দম্ভের শিকলি কাটি চারি দিকে গেল ছুটি
পলাইয়া গেল কোন দেশে॥
শীল লজ্জা হেমাগার গুরু-গৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীধ্বনি-বজ্রপাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায়॥
কালিয়া-ত্রিভঙ্গ-বাণে কুলভয় কোন স্থানে
ডুবিল উঠিল ব্রজে বাস।
অবশেষে প্রাণ বাকি তাও পাছে যায় নাকি
ভাবয়ে জগদানন্দ-দাস॥

৯৯ রাসাভিসারিণী রাধা ॥ জগদানন্দ ঠাকুর ॥

মঞ্জু বিকচকুসুমপুঞ্জ
মধুপ শবদ গুঞ্জগুঞ্জ
কুঞ্জরগতি-গঞ্জি গমন
মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ
মালতীফুলমালে রঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী
খঞ্জনগতি-হারি॥

কাঞ্চনরুচি রুচির অঙ্গ
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু
ঝঙ্কত মনোহারী।
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ
কালিদমনদমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে
রঙ্গিল নীলশারী॥
দশন কুন্দকুসুমনিন্দু
বদন জিতল শরদ-ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে
প্রেমসিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস
দেহদীপতি তিমির নাশ
নিরখি রূপ রসিক ভূপ
ভুলল গিরিধারী॥
অমরাবতী-যুবতিবৃন্দ
হেরি হেরি রূপ পড়ল ধন্দ
মন্দমন্দ-হসনা নন্দ-
নন্দনসুখকারি।
মণিমাণিক নখ বিরাজ
কনকনূপুর মধুর বাজ
জগদানন্দ থলজলরূহ-
চরণক বলিহারি॥

১০০ যশোদা-বাৎসল্য ॥ যাদবেন্দ্র ॥

আমার শপতি লাগে না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপুভয় আছে ॥
ক্ষুধা হৈলে লৈয়া খাইহ পথ পানে চাহি যাইহ
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইহ কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥
থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইহ বাধা-পানই সাথে থুইহ
বুঝিয়া যোগাইবে রাঙ্গা পায় ॥

১০১ রূপমুগ্ধা রাধা ॥ 'দ্বিজ' ভীম ॥

কি রূপ দেখিলুঁ মধুর-মূরতি
পিরীতিরসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক আর ॥

বড় বিনোদিয়া চূড়ার টালনি
কপালে চন্দনচাঁদ।
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবনমোহন ফাঁদ॥
নব জলধর রসে ঢরঢর
বরণ চিকণকালা।
অঙ্গের ভূষণ রজত কাঞ্চন
মণি-মুকুতার মালা॥
জোড়া ভুরু যেন কামের কামান
কেনা কৈল নিরমাণ।
তরল নয়নে তেরছ চাহনি
বিষম কুসুমবাণ॥
সুন্দর অধরে মধুর মুরলী
হাসিয়া কথাটি কয়।
দ্বিজ ভীমে কহে ও রূপ-নাগর
দেখিলে পরাণ রয়॥

১০২ মাথুর-বিরহ ॥ শঙ্কর দাস ॥

যে মোর অঙ্গের পবন-পরশে
অমিয়া-সায়রে ভাসে।
এক আধ-তিলে মোরে না দেখিলে
যুগ শত হেন বাসে॥
সই সে কেনে এমন হৈল।
কঠিন গান্দিনী- তনয় কি গুণে
তারে উদাসীন কৈল॥ ধ্রু॥

পরাণে পরাণে বান্ধা যেই জনে
তাহারে করিয়া ভিন।
মথুরা-নগরে থুইলে কার ঘরে
সোঙরি জীবন ক্ষীণ॥
কেমনে গোঙাব এ দিন-রজনী
তাহার দরশ বিনে।
বিরহ-দহনে এ দেহ মলিন
আকুল হইনু দীনে॥
অন্তর-বাহির মলিন শরীর
জীবনে নাহিক আশ।
শুনি বেয়াকুল হইয়া ধাইয়া
চলিল শঙ্কর-দাস॥

১০৩ **দূতী-সংবাদ** ॥ দীনবন্ধু দাস॥

চলল দূতী কুঞ্জর জিতি
মন্থরগতি-গামিনী।
খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি
চঞ্চলমতি-চাহনী॥
জঙ্গল-তট- পন্থ নিকট
আসি দেখিল গোপিনী।
গোপ সঙ্গে শ্যাম রঙ্গে
গোঠে কয়ল সাজনি॥
না পাঞা বিরল আখি ছলছল
ভাবিঞা আকুল গোপিকা।

নাহ-রমণ- দরশন বিনু
কৈছে জীয়ব রাধিকা ॥
যামুন-কূল চম্পক-মূল
তাঁহি বসিল নাগরী।
দীনবন্ধু পড়ল ধন্ধ
হইল বিপদ-পাগলী ॥

১০৪ **কলহান্তরিতা** ॥ চন্দ্রশেখর ॥

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত-সুখ তেজলি
অব সে বসি রোয়সি কাহে রাধে।
মেরুসম মান করি উলটি যব বৈঠলি
নাহ তব চরণ ধরি সাধে ॥
তবহুঁ তারে গারি- ভর্ৎসন করি তেজলি
মান বহু-রতন করি গণলা।
অবহুঁ ধরম-পথ- কাহিনী উগারই
রোখে হরি-বিমুখ ভই চলল৷ ॥
কাতরে তুয়া চরণযুগ বেঢ়ি ভুজপল্লবে
নাহ নিজ-শপতি বহু দেল।
নিপট-কুটিনাটি-কটু কঠিনী বজরাবুকী
কৈছে জীউ ধরলি কর ঠেল ॥
অবহুঁ সব সখিনী তব নিকটে নাহি বৈঠব
হেনই অবিচার যদি করলি।
চন্দ্রশেখর কহে কতয়ে সমুঝায়ল
পিরিতি হেন কাহে তুহুঁ তেজলি ॥

১০৫ দূতী-সংবাদ ॥ চন্দ্রশেখর ॥

জিতি কুঞ্জর- গতি মন্থর
চলত সো বরনারী।
বংশীবট যাবট তট
বনহি বন হেরি ॥
মদন-কুঞ্জে শ্যামকুণ্ড-
রাধাকুণ্ড-তীরে।
দ্বাদশ বন হেরত সঘন
শৈলহুঁ কিনারে ॥
যাহা ধেনু সব করতহি রব
তাহি চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল
দেখত বলবীরে ॥
যমুনাকূলে নীপহিঁ মূলে
লুঠত বনয়ারী।
চন্দ্রশেখর ধূলিধূসর
কহত প্যারী প্যারী ॥

১০৬ মাথুর-বিরহবিলাপ ॥ শশিশেখর ॥

চিরদিবস ভেল হরি রহল মথুরাপুরী
অতএ হাম বুঝিয়ে অনুমানে।
মধুনগর-যোষিতা সবহুঁ তারা পণ্ডিতা
বান্ধল মন সুরতরতি-দানে ॥

গ্রাম্য-কুলবালিকা সহজে পশুপালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম-উপভোগ্যা।
রাজকুলসম্ভবা ষোড়শী নবগৌরবা
যোগ্যজনে মিলয়ে যেন যোগ্যা॥
তত দিবস যাপই নিম্ব-ফল চাখই
অমিয়-ফল যাবত নাহি পাওয়ে।
অমিয়-ফল ভোজনে উদর-পরিপূরণে
নিম্বফল দিগে নাহি ধাওয়ে॥
তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ধুতুরা-ফুলে
মালতী-ফুল যাবত নাহি ফুটে।
রাই-মুখ-কাহিনী শশিশেখরে শুনি
রোখে ধনী কহয়ে কিছু ঝুটে॥

১০৭ দশমদশা ॥ শশিশেখর ॥

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দমধুর-বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ
মদনানলে-দহনা॥
কোকিলকুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরি-লালসে তনু তেজব
পাওব আন জনমে॥

সব সঙ্গিনী ঘিরি বৈঠলি
গাওত হরি-নামে।
যৈখনে শুনে তৈখনে উঠে
নবরাগিণী গানে॥
ললিতা কোরে করি বৈঠত
বিশাখা ধরে নাটিয়া।
শশিশেখরে কহে গোচরে
যাওত জীউ ফাটিয়া॥

১০৮ **মাথুর-সখীসংবাদ** । গোকুলচন্দ্র

'ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং রহু
গচ্ছং মথুরায়ে।
ঢূঁড়ব পুরী পতি-প্রতীক্ষে
যাহাঁ দরশন পাওয়ে॥'
'অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং
শীঘ্রং কুরু গমনা।'
অবিলম্বে মথুরাপুরী
প্রবেশ করিল ললনা॥
এক রমণী অল্পবয়সী
নিজপ্রয়োজন পূছে।
'নন্দ-জাত কৃষ্ণ খ্যাত
কাহার ভবনে আছে॥'

শুনি সো ধনী কহই বাণী
'সো কাহাঁ ইহাঁ আওব।
বসুদেবকী-সুত কৃষ্ণ খ্যাত
কংস-রিপু মাধব॥'
'সোই সোই কোই কোই
দরশনে মঝু আসা।'
গোকুলচন্দ্র কহে—'যাও যাও
ওই যে উচ্চ বাসা॥'

পরিচায়িকা

১

এই পদটি এবং পরের তিনটি বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের অন্তর্গত। চৈতন্য মহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের গান শুনে আনন্দ লাভ করতেন তিনি এই চণ্ডীদাস। এঁর আবির্ভাব-কাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

বড়ায়ি রাধার সম্পর্কে মাতামহী, পথে ঘাটে তার অভিভাবিকা। পরবর্তী কালে পদাবলীতে বড়ায়ির স্থান নিয়েছে পৌর্ণমাসী, বৃন্দাদূতী অথবা সখী।

৫

বৈষ্ণব-পদাবলীর সংকলনগ্রন্থে এবং পুথিতে চণ্ডীদাসের যে সব পদ পাই সেখানে ভণিতা প্রায় সর্বদা 'চণ্ডীদাস' কিংবা 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'। চণ্ডীদাস নাম নিয়ে যে একাধিক কবি পদ লিখেছিলেন সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। উৎকৃষ্ট পদগুলির রচয়িতাকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির সঙ্গে অভিন্ন মনে করবার বিরুদ্ধে দৃঢ় যুক্তি নেই।

৮

মিথিলার বিদ্যাপতি বাঙালী পদকর্তাদের কবিগুরু ছিলেন। চৈতন্য তাঁর গান আস্বাদ করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে অন্তত একজন বাঙালী পদকর্তা 'বিদ্যাপতি' ভণিতায় পদ লিখেছিলেন। আলোচ্য পদটিতে গৌড়েশ্বরের উল্লেখ আছে। ভণিতার যে পাঠান্তর পাওয়া যায় তাতে নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহার উল্লেখ আছে। নাসিরুদ্দীন গৌড়-সুলতান হোসেন শাহার পুত্র। এ কবি বাঙালী বিদ্যাপতি হওয়াই সম্ভব।

পদটিতে এমন কিছু নেই যাতে বৈষ্ণব-পদাবলীতেই ফেলতে হয়। এটিকে সাধারণ প্রেমের কবিতা বলতে দোষ নেই। হয়তো সেই ভাবেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন কীর্তন-গায়কেরা এবং পদসংগ্রহকর্তারা এটিকে কৃষ্ণের পূর্বরাগের পদ বলে স্বীকার করে গেছেন।

১০

পদটির প্রথম দু ছত্র অদ্বৈত আচার্য্য গেয়েছিলেন চৈতন্যের সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তাঁকে শান্তিপুরে নিজের ঘরে পেয়ে। পদটি (অন্তত প্রথমাংশ) যে মিথিলার বিদ্যাপতির তা সুনিশ্চিত।

১১

এই পদটি মিলেছে নেপালে পাওয়া বিদ্যাপতি-পদাবলীর এক পুথিতে। রচয়িতা ছিলেন ধন্যমাণিক্যের রাজপণ্ডিত। ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের রাজ্যকাল ১৪৯০ থেকে ১৫২২। কবিতাটি এই সময়ের মধ্যে লেখা।

১২

যশোরাজ খান ছিলেন গৌড়-সুলতান হোসেন শাহার (রাজ্যকাল ১৪৯৪-১৫১৯) সভাসদ। ইনি একটি কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেছিলেন। পদটি তার অন্তর্গত।

১৩

সনাতন, রূপ ও অনুপম তিন ভাই সুলতান হোসেন শাহার বিশ্বস্ত অমাত্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সনাতনের পদবী ছিল 'সাকর মল্লিক' অর্থাৎ হিন্দু আমলে যাকে বলত 'প্রতিরাজ', রাজার প্রতিনিধি। মধ্যম রূপ ছিলেন 'দবীর খাশ', অর্থাৎ সুলতানের প্রাইভেট সেক্রেটারি। কনিষ্ঠ অনুপম টাঁকশালের কর্তা ছিলেন। বড় দু ভাই নিঃসন্তান। ছোট ভাইয়ের ছেলে জীব। চৈতন্যের দর্শন পেয়ে সনাতন ও রূপ সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবন আশ্রয় করেছিলেন। ছোট ভাই মারা গেলে তাঁর পুত্র একটু বড় হয়ে বৃন্দাবনে জ্যেষ্ঠতাতদের কাছে চলে আসেন। বৃন্দাবনে এই তিন গোস্বামীর চরিত্র ও কীর্তি সুবিদিত।

সংসার ত্যাগ করবার আগে থেকেই সনাতন ও রূপ বৈষ্ণবভাবের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা রীতিমত ভাগবত পাঠ করতেন এবং কাব্যে ও শিল্পে কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করতেন। গৌড়ে মন্ত্রিত্ব করবার সময়েই রূপ 'উদ্ধবসন্দেশ' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন। এই সময়ে তিনি জয়দেবের অনুসরণে কতকগুলি পদ লিখেছিলেন সংস্কৃতে। আলোচ্য পদটি তারই একটি। বড় ভাই সনাতন ছিলেন রূপের গুরু। পদগুলিতে তিনি গুরুরই ভণিতা দিয়েছেন। পদগুলি যে সনাতনের নয় রূপের রচনা তা রূপের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য জীব গোস্বামী লিখে গেছেন পদগুলির টীকায়।

১৫

এই এবং পরের পদটির রচয়িতা মুরারি গুপ্ত ছিলেন নবদ্বীপবাসী, চৈতন্যের কিছু বয়োবৃদ্ধ সুহৃৎ ও অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং মহাপ্রভুর প্রথম জীবনীকার। ইনি যে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন তা দ্বিতীয় পদটির উৎপ্রেক্ষা থেকে বোঝা যায়।

১৭

রামানন্দ রায় ছিলেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতিরাজ, রাজমাহেন্দ্রীতে থেকে রাজ্যের দক্ষিণ অংশ শাসন করতেন। চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার পরেই ইনি কাজ ছেড়ে দিয়ে পুরীতে চলে আসেন মহাপ্রভুর সঙ্গলোভে। রসিকভক্ত বলে চৈতন্য রামানন্দকে অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করতেন। আলোচ্য পদটি রামানন্দ চৈতন্যকে শুনিয়েছিলেন রাজমাহেন্দ্রীতে গোদাবরী-তীরে। বৈষ্ণবীয় রসতন্ত্রের সাধকদের কাছে পদটির মূল্য ও মর্যাদা অপরিসীম।

উড়িষ্যায় লেখা ব্রজবুলি পদাবলীর এটি প্রাচীনতম এবং সুদুর্লভ নিদর্শন।

১৮

আলোচ্য পদের রচয়িতা গোবিন্দ ঘোষ আর পরের চারটি পদের রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ দু ভাই। আর এক ভাই মাধব ঘোষও কিছু কিছু পদ লিখেছিলেন। তিনজনেই চৈতন্য-ভক্ত,চৈতন্যের সঙ্গে সংকীর্তনে যোগ দিতেন। মাধব ঘোষের গানেও খুব দক্ষতা ছিল। এঁদের আদি নিবাস চাটিগাঁ।

২৩

রামানন্দ বসু ও তাঁর পিতা সত্যরাজ খান দুজনেই চৈতন্য-ভক্ত। রামানন্দের পিতামহ মালাধর বসু (গুণরাজ খান) শ্রীকৃষ্ণবিজয়-কাব্যের রচয়িতা (১৪৭৩-৮০)। ইনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহার কর্মচারী ছিলেন।

২৪

নরহরি দাস (ঠাকুর) সবংশ চৈতন্য-ভক্ত। এঁর জ্যেষ্ঠ মুকুন্দদাস হোসেন শাহার 'অন্তরঙ্গ' ছিলেন। এঁদের পিতা নারায়ণ দাসও গৌড়ে রাজবৈদ্য ছিলেন। গৌড়ের সঙ্গে রাঢ়ের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের এঁরা একটা প্রধান সূত্র। নরহরি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। পর্তুগীসদের সঙ্গেও তাঁর কারবার ছিল। চৈতন্য-লীলা নিয়েও নরহরি কিছু পদ রচনা করেছিলেন।

২৬

পুরীতে চৈতন্যের এক ভক্ত ছিলেন কানাই খুটিয়া। ইনি বাঙালী কি ওড়িয়া ঠিক জানা নেই। বাঙালী হলে তিনি এই পদটির রচয়িতা হতে পারেন।

২৭

চম্পতি—আসল নাম কি জীবদাস 'চমূপতি'?—বোধহয় প্রতাপরুদ্রের কর্মচারী ছিলেন। ডাব অর্থে 'পৈড়' কথাটির ব্যবহার থেকে অনুমান হয় যে ইনি উড়িষ্যা-নিবাসী।

২৮

বংশীবদন চক্রবর্ত্তী নবদ্বীপে চৈতন্যের প্রতিবেশী ও ভক্ত। বয়সে মহাপ্রভুর চেয়ে কিছু ছোট। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বংশীদাস মহাপ্রভুর মাতার ও পত্নীর তত্ত্বাবধান করতেন।

২৯

পদটির রচয়িতা মাধব আচার্য্য কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। ইনি চৈতন্যের সমসাময়িক।

৩০

নবদ্বীপে চৈতন্যের এক প্রিয় সখা ও ভক্ত ছিলেন গদাধর পণ্ডিত। ইনিও সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে গিয়ে বাস করেন চৈতন্য-সঙ্গলোভে। নয়নানন্দ গদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য।

৩১

লোচন দাস নরহরি দাসের শিষ্য ও কর্মচারী এবং চৈতন্যমঙ্গলের রচয়িতা। ইনি অনেক পদ রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে কতকগুলিতে মেয়েলি ভাবের ও ভাষার এবং ছড়ার ছন্দের ব্যবহার নূতনত্ব এনেছিল। লোচনেব লেখা 'রাগাত্মিক' অর্থাৎ মিষ্টিক পদাবলীও আছে।

৩৩

পদকর্তা শ্যামদাস সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। অদ্বৈত আচার্য্যের এক শিষ্য ছিলেন এই নামে। তিনি গুরুর জীবনী লিখেছিলেন বলে জানা যায়। পরেও একাধিক শ্যামদাসের উল্লেখ পাই।

৩৪

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈষ্ণব-পদকর্তাদের মধ্যে জ্ঞানদাস বিশিষ্টতম। ইনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ পত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য ছিলেন।

৪০

কবিশেখর নামে সেকালে অনেকে পদ বা গান লিখেছিলেন। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রধানত দু তিনজন কবিশেখরই প্রসিদ্ধ। তাঁদের মধ্যে একজনের আসল নাম গোপীনাথ সিংহ। ইনি 'কবি শেখর রায়' অথবা 'শেখর রায়' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ছিলেন। পদাবলী ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থরচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোপালবিজয় কাব্য।

আলোচ্য পদটি এবং তার পরের দুটি এঁর রচনা হওয়া সম্ভব।

৪৩

পদটি সাধারণত বিদ্যাপতির নামে চলে। কিন্তু প্রাচীন ও প্রামাণিকতম পাঠ স্বীকার করলে এটিকে এক কবিশেখরের রচনা বলতেই হয়। এই কবিশেখর ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে জীবিত ছিলেন। এঁর একটি পদে নসরৎ শাহার উল্লেখ আছে।

৪৪

বলরাম দাস নিত্যানন্দের অনুচর ছিলেন। বৈষ্ণব-কবিদের মধ্যে তার স্থান জ্ঞানদাসের পাশে। একদিকে—বাৎসল্যরসের সৃষ্টিতে—বলরাম দাস অনন্য।

৫০

সিংহ-ভূপতি সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। নাম থেকে মনে হয় সিংহ-উপাধিধারী কোন ভূস্বামী পদকর্তা। এক রাজা নরসিংহ পদ লিখেছিলেন। তিনি এই পদের রচয়িতা হতে পারেন। ছন্দের খাতিরে ভণিতা পরিবর্তিত হয়েছে।

৫১

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বাংলায় বৈষ্ণব-সমাজের প্রধান নেতা ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। এঁর জীবনী নিয়ে বড় বড় বই লেখা হয়েছিল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

৫২

নরোত্তম দাস (দত্ত) শ্রীনিবাসের সহযোগী বৈষ্ণব নেতা। ইনি উত্তরবঙ্গে এক বড় জমিদারের ছেলে। ঘরে থেকেও সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটিয়েছিলেন। ইনি অনেক লিখেছিলেন বাংলায়। তার মধ্যে প্রার্থনা-পদাবলী ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা সমধিক প্রসিদ্ধ। পদাবলী-কীর্তনের প্রচলিত পদ্ধতি নরোত্তমেরই সৃষ্টি। রসিক এবং ভক্ত হিসাবে নরোত্তম বৈষ্ণব-সমাজে স্মরণীয়তমদের একজন।

৫৭

পদটির রচয়িতা সম্ভবত রামচন্দ্র কবিরাজ। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য এবং নরোত্তম দাসের অন্তরঙ্গ সুহৃৎ।

৫৮

গোবিন্দদাস কবিরাজ রামচন্দ্র কবিরাজের ছোট ভাই এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। প্রথম জীবনে এঁরা শক্তি-উপাসক ছিলেন। গোবিন্দদাস ব্রজবুলি পদরচনায় বিদ্যাপতির সার্থক অনুসরণ করেছেন। এঁকে কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন জীব গোস্বামী। গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের অন্যতম।

৬৬

এইটির আর পরের পদটির প্রথমাংশ বিদ্যাপতির রচিত। শেষাংশ যোগ করে গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির কয়েকটি পদকে সম্পূর্ণাঙ্গ করেছিলেন। এই কথা বলেছেন রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায়। বিদ্যাপতি যে দু-চার ছত্রের ভণিতাহীন পদও লিখেছিলেন তাব প্রমাণ মিলেছে।

৭৩

পদটি অমরুশতকের একটি শ্লোকের ভাববিস্তার।

৭৪

গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তীও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। এঁর পদাবলী অধিকাংশই বাংলায় লেখা। এঁর ব্রজবুলি পদে বাংলা পদের মিশ্রণ বেশিরকম ঘটেছে।

৭৭

পদকর্তা বসন্ত রায় যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুড়ো ছিলেন বলে মনে হয়। বৃন্দাবনের মদনমোহনের প্রাচীন মন্দির এঁর তত্ত্বাবধানে

নির্মিত হয়েছিল। জীবগোস্বামী এঁকে স্নেহ করতেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে বসন্ত রায়ের এবং তাঁর গোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল। কবিরাজের কোন কোন পদে বসন্ত রায়ের, প্রতাপাদিত্যের, এবং বসন্তরায়ের পুত্রের ও প্রতাপাদিত্যের পুত্রের নাম আছে।

৭৮

পদকর্তা উদয়াদিত্য যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্র।

৭৯

পদকর্তা রাঘবেন্দ্র রায় সম্ভবত বসন্ত রায়ের পুত্র। এঁরই কি চলিত নাম ছিল কচুরায়?

৮০

নরসিংহ বোধহয় উত্তর রাঢ়ের জমিদার ছিলেন। 'সিংহ ভূপতি' ইনি হতে পারেন।

৮১

এই পদটি নারীরচিত বৈষ্ণব-পদাবলীর একমাত্র খাঁটি নমুনা। রসিকানন্দ ছিলেন শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য। প্রধানত এঁদেরই উদ্যোগে ধলভূম-ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ঘটেছিল। রেমুনায় ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ-মন্দির প্রাঙ্গণে রসিকানন্দের সমাধি আছে।

৮২

এই ভণিতাহীন পদটির ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের 'পসারিণী' কবিতায় ('কল্পনা' গ্রন্থে সংকলিত) লভ্য।

৮৩

"তরুণীরমণ" ছদ্মনাম। এই ভণিতায় অনেকগুলি রাগাত্মিক পদ মিলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহ্য অনুসারে ইনিই চণ্ডীদাস। তরুণীরমণের জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর আগে নয়।

৮৪

পদকর্তা যদুনাথের পরিচয় অজ্ঞাত। নিত্যানন্দের এক অনুচর ছিলেন যদুনাথ কবিচন্দ্র নামে। যদুনন্দন নামে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে একাধিক বৈষ্ণব ভক্ত ও পদকর্তা ছিলেন। এঁরা মাঝে মাঝে 'যদুনাথ' ভণিতাও ব্যবহার করেছেন।

৮৬

যদুনন্দন দাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য এবং আচার্য্য-কন্যা হেমলতার অনুচর। ইনি আচার্য্যের জীবনী লিখেছিলেন এবং রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব নাটক আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত কাব্য বাংলা কবিতায় রূপান্তরিত করেছিলেন। সংকলিত পদটি বিদগ্ধমাধবের একটি শ্লোকের ভাববিস্তার।

৮৮

ঘনশ্যাম কবিরাজ গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য-পুত্র গতিগোবিন্দের শিষ্য। ঘনশ্যামের পদাবলী প্রায় সবই ব্রজবুলিতে রচিত। কবিতায় ইনি পিতামহের পদবী অনুসরণ করেছেন। সংকলিত পদটি রাধা-কৃষ্ণের সরস সংলাপ। এর মূলে আছে এক সংস্কৃত শ্লোক।

৮৯

পদকর্তার পূর্ণ নাম রামগোপাল দাস। ইনি বৈষ্ণব-অলঙ্কার শাস্ত্রের রসপর্যায় ব্যাখ্যা করে একটি বই লিখেছিলেন 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' নামে (১৬৭৩)। তাতে অনেক পদ ও পদাংশ উদ্ধৃত আছে। পদাবলী-সংগ্রহ বলতে গেলে এইটিই প্রথম।

৯০

মুসলমান পদকর্তা নসির মামুদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

৯১

সৈয়দ মর্তুজা উত্তররাঢ়-নিবাসী ছিলেন। এঁর পিতা বেরিলী থেকে এসেছিলেন। এইটুকু জনশ্রুতি।

৯২

বিপ্রদাস ঘোষ পদাবলী-কীর্তনের 'রেনেটী' পদ্ধতির স্রষ্টা বলে খ্যাত। এ কথা সত্য হলে তিনি রানীহাটী পরগনার (বর্ধমান জেলার উত্তরপূর্বাংশে) অধিবাসী ছিলেন।

৯৩

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব আচার্য্যদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা লিখেছিলেন

বৃদ্ধ বয়সে (১৭০৪)। তার কিছু আগে একটি পদাবলী-সংকলন করেছিলেন 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি' নামে। বিশ্বনাথ কিছু কিছু পদও লিখেছিলেন। তাতে ভণিতা দিয়েছিলেন 'হরিবল্লভ'।

৯৪

নরহরি চক্রবর্ত্তীর আরেকটি নাম ছিল, ঘনশ্যাম। এঁর পিতা এবং ইনি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। প্রথম জীবন কেটেছিল বৃন্দাবনে। সেখানে বৈষ্ণব-শাস্ত্র ভালো করে পড়েছিলেন এবং সঙ্গীত-শাস্ত্র ভালো করে শিখেছিলেন। পদাবলী ছাড়া নরহরি কয়েকখানি বইও লিখেছিলেন। তার মধ্যে প্রধান 'ভক্তিরত্নাকর', বাংলায় বৈষ্ণব-বিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষের মত। সংস্কৃতে একটি সঙ্গীত বিদ্যার বই লিখেছিলেন এবং বাংলায় ছন্দঃশাস্ত্রের। নরহরি একটি সুবৃহৎ পদাবলী-সংকলন করেছিলেন 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে। এ গ্রন্থ আংশিক প্রকাশিত হয়েছে। ব্রজবুলিতে প্রাকৃত ছন্দের ব্যবহারে নরহরি যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখিয়েছেন।

৯৫

পদকর্তার আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ। ইনি অনেককাল বৃন্দাবনে ছিলেন গোবিন্দ-মন্দিরে পাকশালায় সূপকাররূপে। কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বনে ইনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' লিখেছিলেন (১৭১২), আর লিখেছিলেন রাগাত্মিক বৈষ্ণব-মতের একখানি বই 'বংশী-শিক্ষা' (১৭১৬)।

৯৭

রাধামোহন ঠাকুর (মৃত্যু ১৭৭৮) শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, পদামৃতসমুদ্রের সংকলয়িতা ও তার সংস্কৃত-টীকাকার, এবং মহারাজা নন্দকুমারের গুরু। ইনি অল্পবয়সেই বাংলায় বৈষ্ণব-সমাজের নেতা বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃন্দাবনের ও বাংলার বৈষ্ণব-সমাজে, রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা অথবা পরকীয়া এই নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ দাঁড়িয়েছিল। জয়পুরের মহারাজার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য বাদশাহী পরোয়ানা নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন স্বকীয়-বাদ সংস্থাপন করতে। রাধা-মোহনের সঙ্গে তাঁর বিচার হয় ছমাস ধরে। বিচারে পরাজিত হয়ে কৃষ্ণদেব

পরকীয়-বাদ স্বীকার করেন এবং রাধামোহনের শিষ্য হন। কৃষ্ণদেবের পরাজয়ের দলিল রেজেষ্টারি হয় মুর্শীদকুলি খাঁর দরবারে (১৭০১)।

৯৮

জগদানন্দ ঠাকুর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ভবিষ্যৎ কবিদের ব্যবহারের জন্য 'ভাষাশব্দার্ণব' নামে শব্দকোষ সংকলন করেছিলেন। ছন্দ মেলাবার জন্যে তাতে শব্দগুলি মিল অনুসারে সাজানো। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।

১০০

যাদবেন্দ্র জগদানন্দ ঠাকুরের সমসাময়িক।

১০৩

দীনবন্ধু দাস (অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়) 'সংকীর্তনামৃত' নামে পদাবলী-সংকলন করেছিলেন।

১০৫

চন্দ্রশেখর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে জীবিত ছিলেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে যাঁরা ব্রজবুলি রচনায় পটুতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইনিই শেষ কবি।

১০৬

শশিশেখর চন্দ্রশেখরের ভাই বলে প্রসিদ্ধ। দুজনের রচনার মধ্যে পার্থক্য বিচার করা যায় না। সবই যেন এক ব্যক্তির লেখা। নাম দুটি একই ব্যক্তির দুই ভণিতা হওয়া অসম্ভব নয়। চন্দ্রশেখর-শশিশেখর 'নায়িকারত্ন-মালা' নামে একটি ছোট বই সংকলন করেছিলেন।

১০৮

এই পদকর্তা গোকুলচন্দ্রের সম্বন্ধে কিছু জানা নেই। পদটির রচনারীতি দেখে মনে হয় যে তিনি চন্দ্রশেখর-শশিশেখরেব সমসাময়িক। ভাষায় শুদ্ধাশুদ্ধ সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাংলার মিশ্রণ লক্ষণীয়।

পদটিতে রাধা, সখী ও মথুরাবাসিনীর উক্তি প্রত্যুক্তি।

কঠিন শব্দার্থ

[√ চিহ্ন ধাতু-বোধক। বন্ধনীস্থিত সংখ্যা পদসংখ্যা-সূচক।]

অকুর অক্রূর
অছুহ অশুভ
অবগাই অবগাহন ক'রে,
স্বীকার ক'রে
অবহন এমন
√আউলা আকুল হওয়া,
শিথিল হওয়া
আগ (১) ওগো
আগলী অগ্রগণ্যা
√আগোর আট্‌কানো
আঙ্গুলের নখ (৮০) অর্থাৎ বাঘনখ
আত (৬৬) খর রৌদ্র
আস্যে (৪০) এসে
√উগার উদ্‌গীর্ণ করা, বলা
উচকই চম্‌কায়
উপচঙ্ক শঙ্কিত
উভ উচ্চ
উলথুল হুলুস্থুল
উলায়্যা নামিয়ে
উয়ে (২) পোড়ে
একসরী একাকিনী
√এড় ছাড়া
এভোঁ এখনো
ওর পরপার, সীমা

ওহাড়িঞাঁ ঢাকা দিয়ে
কথা (২) কোথা
কমন কোন্‌
কল্যে ক'রলে
কাকরু কার
কাছনি কোমরবন্ধ
কান (৪১, ৬৮) কৃষ্ণ
কামান ধনু
কালিনী, কালিন্দী যমুনা
কাঁ-সো কার সঙ্গে
কুন্দার ভাস্কর
কুয়িলী কোকিলা
কেঙ কি ক'রে
কোঁড়া চাবুক
ক্ষীরচোরা রেমুনার গোপীনাথ বিগ্রহ
খুরলি মধুর রব
খেয়াতি খ্যাতি
√খোয় ক্ষয় করা, হারানো
গটিল গড়া
গহি (৭০) গ্রহণ ক'রে
গাত (৭৩) গাত্র, গা
গান্দিনী-তনয় অক্রূর
গুরু গরবিত গুরুজন ও বয়স্ক পরিজন
গোই (৬১) গোপন ক'রে

✓গোঙা কাল কাটানো
গোরী সুন্দরী
চঙ্ক চমক, উৎকণ্ঠা
চন্দ্রি চন্দ্রিকা, ময়ূরপুচ্ছ
চীত-নলিনী আঁকা পদ্ম
চুকলি (তুমি) শেষ ক'রলে
চাঁছি জমাট ক্ষীর
ছরমে শ্রমে
ছলি ছিল (স্ত্রীলিঙ্গ)
জঞো (১১) যদিও
জনি (৮৬) যেন
জনি (৪০) যেন না
জরি (৬২) জ'রে, জীর্ণ হয়ে
জিতল বিয়াধি বলবান্ ব্যাধি
ঝম্পি ঝেঁপে
✓ঝুর, ঝুর চোখের জল ফেলা
টালনি উষ্ণীষশিখা
ঠারি (৮৪) চোখ ঠেরে
ডাহুকী ডাক পাখী
তভোঁ তবুও
তরলে তরল-বাঁশের ঝাড়ে
তাহি (১১) তা'কে
তিতিল সিক্ত হ'ল
তীতি তিক্ত, অপ্রিয়
থায়ে থাকা যায়
থেহ স্থৈর্য, থই, গভীরতা
থোর, থোরি অল্প, থোড়া
দাহুরি বেঙ
দামালিয়া দুরন্ত, চপল (শিশু)
দু-গুলি দু-গাছি
দুলহ, দূলহ দুর্লভ
দুরতর দুরন্ত, দুস্তর
দে (৩৬) দেহ
দ্বন্দ্ব (৮) ধন্ধ, ধাঁধা
ধনি ধন্য
ধনি, ধনী ধন্যা, সৌভাগ্যবতী
ধাধসে অভ্যাসবশে
ধীরে (৮৬) ধীরতা, ধৈর্য
নই (১) নদী
নয়িলোঁ নিলুম
নহিয় হ'য়ো না
নহোঁ নই
না (১, ২, ৩, ২৫) (অর্থহীন)
না (১০) নৌকা
নাইল (৩) এল না
নাটিয়া নাড়ী
নামতে থাকিয়া নীচে থেকে
নাহ (৭৩) স্নান করে
নিছনি নির্মঞ্ছন, গামছা
নিদান পীড়ার সঙ্কটাবস্থা
নিন্দ নিদ্রা
নিভর নির্ভর
নিবদ্বন্দ্বা নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন
নিরবহ নির্বাহ
নিশিবোঁ নির্মঞ্ছন হ'ব, উৎসর্গ ক'রব
নেত সূক্ষ্ম বস্ত্র
নেহ স্নেহ, প্রেম
পঙরনুঁ পার হলুম

পনী (কুমোরের) আগুন
পতিআশ প্রত্যাশা
পরতিত, পরতীত প্রতীত, প্রতীতি
পরি (৮) উপরি, প্রতি
পরিযঙ্ক পর্যঙ্ক, ক্রোড়, শয্যা
পলাশা পত্রাঙ্কুর
পাউষ প্রাবৃষ, বর্ষাগম
পাচনি গোরু-তাড়ানো লাঠি
√পাসর বিস্মৃত হওয়া
পাহুন বিদেশগত, পর্যটক
পীর পীড়া
পুনমতী পুণ্যবতী
√পৈঠ প্রবেশ করা
পৈড় ডাব
পোঙার প্রবাল, পলা
পৌথলী পোঁষালী
√বঞ্চ (৬০) সময় কাটানো, বাঁচা
√বঞ্চ (৬৬) ঠকানো
বনি বেশভূষা ক'রে, সুন্দরভাবে
বরিখন্তিয়া বর্ষণকারী
বা (১০) বায়ু
বাএ (১) বাজায়
বাধা, বাধা-পানই জুতা
বারি (৭০) বন্ধ ক'রে
বাসলীগণ বাসলীর সেবক
√বাস- মনে করা, মনে হওয়া
বাঁচসি (৫৯) ঠকাচ্ছ
বাহুডা ফেরা, ফেরানো
বাহে (৬৫) বাহুতে

√বিছুর বিস্মৃত হওয়া
বিন বিনা
বিষাইল বিষযুক্ত
√বিসর বিস্মৃত হওয়া
বিহড়াইল বিগড়ে দিলে
বীজই পাখা করে, হাওয়া খায়
বেগর বিনা
বেড়াইঞা বেষ্টন ক'রে
√বৈঠ- বসা
ভই হ'য়ে
ভরমই (৭৩) ভ্রমণ করে
ভরমহি (৭২) ভ্রমবশে
ভাওন ভাবনা, ভাবন
ভাখিণ ক্ষীণদীপ্তি
ভাদো ভাদ্রমাস
ভীত-পুতলী (৫৮) ভিত্তি-পুত্তলিকা অথবা ভীত পুত্তলিকা
ভোকছানি ক্ষুধাতৃষ্ণাজনিত অবসাদ
ভোগ-পুরন্দর ইন্দ্রের ঐশ্বর্যশালী
ভোর (৭২) ভুলবশে
ভোরণি যে ভোলায়
মড়ক বুঝিয়া (৯৫) গাছের ডাল পলকা নয় জেনে
মতিমোষে মতিভ্রমে
মাতা (৫১) মত্ত
মুঢ়িত মণ্ডিত
মেটি (৬৮) মিটিয়ে, কমিয়ে
মো, মোঁ, মোঞ আমি
মোই (৬৯) আমাকে

মোতিম-দামিনী মুক্তামালা-পরিহিতা
মোর (৫০) ময়ূর
মোহে (৮, ৭২) আমাকে
যুগবাতি যুগ ধ'রে যে দীপ জ্বলবে
রাএ (২) শব্দ
রায় (৫৬) শব্দ করে
√রো রোদন করা
রোখলি রুখে উঠলি
লাই (৬১) লাগ্‌ল
লোণা (৮) লাবণ্যময়
লোর অশ্রু
শিষের (৩) মাথার
শোহায়ন শোভাকারী
সমদি সংবাদ নিয়ে, খবর ক'রে
সাহার (২) আমগাছ
সিচয়া কাঁচুলি
সিনিঞা স্নান ক'রে
সুখায়ে (১) শুকায়
√সুধা জিজ্ঞাসা করা
সোহিনী রাগিণীর নাম, শোভিনী
হ (৯৫) হও
হন্তিয়া আঘাতকারী
হালে (৮৫) কাঁপে

ভণিতা-সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী